দৈনিক
সকালবেলা
নতুন প্রজন্মের কাগজ
The Daily Sakalbela
প্রতিষ্ঠাতা ঃ সৈয়দ এনামুল হক
প্রকাশনার ৩০ বছর



ভাইরাল ভিডিও নিয়ে যা বললেন কেয়া পায়েল

পৃষ্ঠা-০৬

মঙ্গলবার
- রেজি নং ডিএ- ১৯৮৭
- ৩০ তম বর্ষ, ১৯৩ সংখ্যা
- ঢাকা, ১৭ নভেম্বর ২০২৬
- ০২ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩ বাংলা
- ০৬ জমা: সানি ১৪৪৮ হিজরী
- ৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫ টাকা

এআইয়ের ওপর নির্ভরতা নয়, জ্ঞান অর্জন করতে হবে: শিক্ষামন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ব্যবহার বাড়লেও শিক্ষার্থীদের নিজস্ব জ্ঞান ও চিন্তাশক্তির বিকল্প হতে পারে না প্রযুক্তি। তাই এআইয়ের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেদের মেধা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বাড়ানোর ওপর ২ এর পাতায় দেখুন

বাণিজ্য বাধা কমলে কম দামে মিলবে মার্কিন পণ্য: রাষ্ট্রদূত

স্টাফ রিপোর্টার :
যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্য বাধা কমানো গেলে দেশের ভোক্তারা আরও বেশি বৈচিত্র্যের পণ্য কম দামে কেনার সুযোগ পাবেন বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ২ এর পাতায় দেখুন

সরকার সিএমএসএমই খাতের অবদান ৬০ শতাংশে উন্নীত করতে চায়

স্টাফ রিপোর্টার :
শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেছেন, সরকার সিএমএসএমই খাতের অবদান ৬০ শতাংশে উন্নীত করতে চায়। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে ২ এর পাতায় দেখুন

তুমি রবে নিরবে...

বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করি



লায়ন, এ্যাডভোকেট
সৈয়দ এনামুল হক
প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক
দৈনিক সকালবেলা
এবং The Daily Morning Times
মহাসচিব : বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ (BSP)
ইংরেজি সংবাদ পাঠক : বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

জন্ম ঃ ১৬ এপ্রিল ১৯৫৬
মৃত্যু ঃ ২৭ অক্টোবর ২০২০

আমদানি ব্যয় ও সরকারি ঋণের চাপে অর্থনীতি

স্টাফ রিপোর্টার :
বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আপাত স্বস্তির আড়ালে নতুন করে চাপ তৈরি হচ্ছে বৈদেশিক ও আর্থিক- দুই খাতেই। প্রবাসী আয়ের প্রবাহ বাড়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গত অর্থবছরে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী হলেও চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে সেই স্বস্তি ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। আমদানি ব্যয় রফতানি আয়ের তুলনায় দ্রুত বাড়ছে, চলতি হিসাবে ঘাটতি তৈরি হয়েছে, আর্থিক হিসাবে বিদেশী অর্থপ্রবাহ দুর্বল হয়েছে এবং বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ আবার কমতির দিকে। অন্য দিকে দেশের আর্থিক খাতে আরো উদ্বেগজনক চিত্র দেখা যাচ্ছে। সরকারের ব্যাংকঋণ দ্রুত বাড়লেও বেসরকারি খাতে ঋণপ্রবাহ প্রায় স্থবির। খেলাপি ঋণ মোট ঋণের এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি, মূল্যস্ফীতি এখনো উচ্চপর্যায়ে এবং শিল্পের জন্য দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও বিনিয়োগের পরিবেশ প্রত্যাশিত গতি পাচ্ছে না। ফলে অর্থনীতিতে অর্থের সরবরাহ বাড়লেও উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও বেসরকারি বিনিয়োগে তার প্রতিফলন দুর্বল। বাংলাদেশ ব্যাংকের গতকাল ১৫ নভেম্বর প্রকাশিত সাপ্তাহিক নির্বাচিত অর্থনৈতিক সূচক এবং সাম্প্রতিক বৈদেশিক লেনদেনের তথ্য বিশ্লেষণে অর্থনীতির এই দ্বৈত সঙ্কট স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এক দিকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের কয়েকটি উৎস শক্তিশালী হলেও অন্য দিকে ডলার ব্যয়ের চাপ বাড়ছে। একইভাবে আর্থিক ব্যবস্থায় ঋণের প্রবৃদ্ধি থাকলেও তার বড় অংশ চলে যাচ্ছে সরকারি খাতে, বেসরকারি উৎপাদনশীল খাতে নয়।

- রিজার্ভে আবার টান, রফতানি আয় স্থবির
- সরকারের ব্যাংকঋণ ৩৬ শতাংশ বাড়লেও বেসরকারি খাতে ৪ শতাংশে নেমেছে

রিজার্ভ বাড়ার পর আবার নিম্নমুখী প্রবণতা : বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গত অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য পুনরুদ্ধারের মধ্য দিয়ে যায়। চলতি বছরের ৩০ জুন মোট রিজার্ভ দাঁড়ায় ৩৭ দশমিক ৫৮ বিলিয়ন ডলার। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) বিপিএম৬ পদ্ধতিতে হিসাব করা রিজার্ভ ছিল ৩২ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই প্রবণতা ধরে রাখা যায়নি। গত ২৯ অক্টোবর মোট রিজার্ভ কমে দাঁড়ায় প্রায় ৩৬ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলারে। ১২ নভেম্বর তা আরো ২ এর পাতায় দেখুন



প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান গতকাল সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সভাকক্ষে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) ১২২তম সভায় সভাপতিত্ব করেন। -পিআইডি

নতুন দুই থানা ও দুই পৌরসভা গঠনের অনুমোদন

স্টাফ রিপোর্টার :
বাংলাদেশের প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) সভায় নতুন দুই থানা ও দুই পৌরসভা গঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে একটি থানার নাম পরিবর্তন এবং দুটি উপজেলার প্রশাসনিক সদর দপ্তর স্থানান্তরের অনুমোদন দেওয়া হয়। দেশের প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে নতুন দুটি থানা ও দুটি পৌরসভা গঠনের এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার নিকার সভায় এসব প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয় ২ এর পাতায় দেখুন

কুষ্টিয়া সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার :
আগামী ৩০ নভেম্বর (সোমবার) কুষ্টিয়া সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। সোমবার (১৬ নভেম্বর) বিকাল ৩টায় কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক তৌহিদ বিন হাসান গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর এ সফরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন এবং জেলার বন্ধ ও সংকটাপন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর অর্থনৈতিক সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা যায়, নির্বাচন পরবর্তী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও নির্বাচনি ইশতেহারের ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড ও স্বাস্থ্য কার্ডসহ দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান কুষ্টিয়া সফর করবেন। সফরকালে তিনি কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন। পাশাপাশি ২ এর পাতায় দেখুন



ডেঙ্গুতে মৃত্যু ৫০০ ছাড়াল

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশজুড়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এতে চলতি বছর মশাবাহিত রোগটিতে এ পর্যন্ত মোট প্রাণহানি ৫০২ জনে দাঁড়াল। এ ছাড়া গত একদিনে ডেঙ্গু নিয়ে নতুন করে ১ হাজার ৫৯৮ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। গতকাল সোমবার (১৬ নভেম্বর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গুবিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত একদিনে ঢাকা বিভাগেই ডেঙ্গুতে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি এই সময়ে খুলনা বিভাগে ডেঙ্গুতে আরও একজনের প্রাণহানি হয়েছে। অন্যদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু রোগী (৬৭৩ জন) হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এ ছাড়াও উল্লেখিত সময়ে চট্টগ্রাম বিভাগে ২৫১ জন, খুলনা বিভাগে ২০১ জন, বরিশাল বিভাগে ১৮৪ জন, রাজশাহী বিভাগে ১৪৫ জন, রংপুর বিভাগে ৭১ জন, ২ এর পাতায় দেখুন

বাল্যবিবাহ রোধে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সচেতনতা বাড়ানোর পরামর্শ সংসদীয় কমিটির

স্টাফ রিপোর্টার :
বাল্যবিবাহ নিরসনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সচেতনতামূলক কার্যক্রম বাড়ানো এবং গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের পরামর্শ দিয়েছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের সংশ্লিষ্ট সাবকমিটি। একই সঙ্গে মাতৃস্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজন ছাড়া সিজারিয়ান অস্ত্রোপচার নিরুৎসাহিত করা, উপজেলা পর্যায়ে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং পরীক্ষাগারের কার্যক্রম জোরদারের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে কমিটি। সোমবার (১৬ নভেম্বর) জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন, নিরাপদ প্রসব নিশ্চিতকরণ ও পরিবার পরিকল্পনাবিষয়ক সাবকমিটির প্রথম বৈঠকে এসব পরামর্শ দেওয়া হয়। জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের (ইউএনএফপিএ) সহায়তায় এসপিসিপিডি (স্ট্রেংথেনিং পার্লামেন্টস ক্যাপাসিটি ইন পপুলেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) প্রকল্পের আওতায় এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

মব-ট্যাগে দ্বিধাগ্রস্ত পুলিশ বাহিনী

বিশেষ প্রতিবেদক ■
কঠিন এক পরিস্থিতি পার করতে হচ্ছে বাংলাদেশ পুলিশকে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, পেশাদার অপরাধীদের দৌরাত্ম্য এবং বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ প্রবণতা ঠেকাতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই বেকায়দায় পড়তে হচ্ছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী এই বাহিনীকে। এমনকি বিভিন্ন ঘটনায় আইনের মধ্যে থেকে দায়িত্ব পালন বা পদক্ষেপ নিতে গেলে অনেক সময় 'মব-ট্যাগের' শিকার হচ্ছেন পুলিশের কর্মকর্তা বা সদস্যরা। এতে পেশাদারত্ব বজায় রেখে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে মারাত্মক দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা বা সদস্যরা। পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ে কথা বলে এবং সাম্প্রতিক বেশ কিছু ঘটনার বিশ্লেষণ থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। প্রায় একই ধরনের অভিমত পাওয়া গেছে অপরাধ বিশ্লেষকদের কাছ থেকেও। পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্যমতে, চলতি বছরের গত ১০ মাসে (জানুয়ারি থেকে অক্টোবর) দেশের বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সংঘবদ্ধ (মব) হামলার শিকার হয়েছেন পুলিশের ৪৮৪ জন সদস্য। বিশ্লেষকদের মতে, চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থানের পর থেকে 'বিপর্যস্ত' পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের বহু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আওয়ামীপন্থি বা 'ফ্যাসিস্টের দোসর' অভিযোগ আনা হয়, যাদের মধ্যে অনেককে বাধ্যতামূলক অবসর, চাকরিচ্যুত বা ওএসডি করা হয়েছে। কিন্তু অভ্যুত্থানের দুই বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এখনো পুলিশের কর্মকর্তা বা সদস্যদের টার্গেট করে সেই রাজনৈতিক 'ট্যাগিং' করা হচ্ছে, যা নিয়ে ক্ষুব্ধ, বিভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছেন সাধারণ মানুষও।

> পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্যমতে, চলতি বছরের গত ১০ মাসে (জানুয়ারি থেকে অক্টোবর) দেশের বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সংঘবদ্ধ (মব) হামলার শিকার হয়েছেন পুলিশের ৪৮৪ জন সদস্য।

পুলিশ বাহিনীকে ক্ষতিগ্রস্ত করলে রাষ্ট্রই ক্ষতিগ্রস্ত হবে: এ প্রসঙ্গে অপরাধ বিশেষজ্ঞ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. তৌহিদুল হক বলেন, "রাজনীতির মাঠ ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বিশেষ করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য রাজনৈতিক অস্থিরতার মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এতে দেশজুড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক বা নিয়ন্ত্রণে রাখার বিষয়টি পুলিশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। তার মাঝেই যদি পুলিশের কর্মকর্তা বা সদস্যরা মব বা হামলা শিকার হতে থাকেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক 'ট্যাগিং'র শিকার হন, তাহলে সেটি সার্বিকভাবে দেশের আইনশৃঙ্খলাকে প্রশ্নবিদ্ধ করবে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হেয়প্রতিপন্ন হলে বা তাদের মনোবল একেবারে ভেঙে পড়লে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, সামাজিক শৃঙ্খলা এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে আস্থাহীনতা বাড়তে পারে। এ জন্য সরকারের পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতা-কর্মীসহ সমাজের নাগরিকদেরও দায়িত্বশীল আচরণ করতে হবে। পুলিশ বাহিনীকে ২ এর পাতায় দেখুন



২২ হাজার গ্রাহকের ৮৪ কোটি টাকার বেশি বিমা দাবি পরিশোধ

-সংসদে অর্থমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
আর্থিক সংকটে থাকা আটটি বিমা কোম্পানির ২২ হাজার ৩০ জন গ্রাহককে এ পর্যন্ত ৮৪ কোটি ৬ লাখ ৩৫ হাজার ৯৫৫ টাকার বিমা দাবি পরিশোধ করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সোমবার জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন-৪০-এর বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য মোছা. নাজমুন নাহারের এক তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রমের ২ এর পাতায় দেখুন

অক্টোবর মাসে রেকর্ড

৮ হাজার ৫২৬ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আদায়

স্টাফ রিপোর্টার :
চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের অক্টোবর মাসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ) মূল্য সংযোজন করে (ভ্যাট) রেকর্ড পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়েছে। মাসটিতে সংস্থাটি ৮ হাজার ৫২৬ কোটি ২৯ লাখ টাকা রাজস্ব আদায় করেছে, যা গত কয়েক মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের একই সময়ে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ৬ হাজার ৩৪০ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। সে হিসাবে এক বছরের ব্যবধানে আদায় বেড়েছে ২ হাজার ১৮৫ কোটি ৭২ লাখ টাকা। প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৪ দশমিক ৪৭ শতাংশ। তবে অক্টোবর পর্যন্ত নির্ধারিত ১০ হাজার ৬৮৮ কোটি ৫৩ লাখ টাকার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি এলটিইউ, ভ্যাট। লক্ষ্যমাত্রার ২ এর পাতায় দেখুন



সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে না: তথ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আন্দালিভ রহমান বলেছেন, সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় কোনো হস্তক্ষেপ করছে না। তিনি দেশের স্বার্থে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার চর্চা এবং অতীতের লুটপাটের প্রকৃত চিত্র সংবাদমাধ্যমে তুলে ধরার আহ্বান জানান। মন্ত্রী বলেন, বিগত ১৭ বছরে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার দেশের অর্থনীতি ও ব্যাংকিং খাতে যে ভয়াবহ লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে, তার প্রকৃত চিত্র এখনও আমরা জাতিকে পুরোপুরি বোঝাতে পারিনি ২ এর পাতায় দেখুন

প্রথম ধাপে ১,০২৬ ইউপিতে ভোট তালিকা প্রকাশ বৃহস্পতিবার

স্টাফ রিপোর্টার :
স্থানীয় সরকারের ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনের প্রথম ধাপে ১৩১টি উপজেলার ১ হাজার ২৬টি ইউনিয়নে ভোট হবে। কোন ইউনিয়নে কবে ভোট হবে, তার পূর্ণ তালিকা আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। গতকাল সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে কমিশন সভা শেষে এক ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ. এম. এম. নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিশন সভায় অন্য চার নির্বাচন কমিশনারসহ ইসির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অংশ নেন। ইসি সানাউল্লাহ বলেন, আজকের কমিশন সভায় আমরা মূলত একটি এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করেছি। সেটি হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের বিভিন্ন ধাপের সংখ্যা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ। তিনি বলেন, দ্বিতীয় ধাপে ১২৯টি উপজেলার ১ হাজার ১১৩টি ইউনিয়নে, তৃতীয় ধাপে ১১৮টি উপজেলার ১ হাজার ২টি ইউনিয়নে, চতুর্থ ধাপে ৯৩টি উপজেলার ৭৯৩টি ইউনিয়নে এবং পঞ্চম ধাপে ৩৭টি উপজেলার ৩৫৬টি ইউনিয়নে নির্বাচন হবে। পঞ্চম বা শেষ ধাপে ইউনিয়নের সংখ্যা কম রাখার কারণ হিসেবে ইসি সানাউল্লাহ বলেন, আইনি জটিলতায় যেসব ইউনিয়নের নির্বাচন এখন বিলম্বিত হচ্ছে, সেগুলো নিষ্পত্তি হলে অথবা অন্য কোনো জটিলতা দেখা দিলে যাতে শেষ ধাপে সমন্বয় করা যায়, সেজন্যই এই ধাপে সংখ্যা কম রাখা হয়েছে। তিনি আরও জানান, ধাপভিত্তিক এই সংখ্যাগুলো সম্ভাব্য। কোন ধাপে কোন কোন ইউনিয়নে ভোট হবে, তা নামসহ বৃহস্পতিবার ইসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। এদিকে ভোটের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ইউপি নির্বাচন শুরুর আগে নিবন্ধিত সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপে বসবে ইসি। এ বিষয়ে এই কমিশনার বলেন, জাতীয় নির্বাচনের মতোই আমরা একটি ডায়লগ করবো এবং এই ডায়লগটা আগামী ১০ ডিসেম্বরের আগেই অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, এ মাসের শেষ ভাগে অথবা ডিসেম্বরের শুরুতে মোট তিন দিনে নিবন্ধনের ক্রমিক অনুযায়ী দলগুলোকে আলোচনায় আমন্ত্রণ জানানো হবে। স্থানীয় সরকার নির্বাচন কীভাবে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যায় ২ এর পাতায় দেখুন



বাংলাদেশের মানুষকে পানিতে মারার চক্রান্ত করেছে ভারত: রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার :
বাংলাদেশের মানুষকে পানিতে মারার একটি পূর্ণাঙ্গ চক্রান্ত করেছে ভারত। এ থেকে মুক্তির জন্য জাতীয় ঐক্যে প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে মাওলানা ভাসানীর ৫০ তম মৃত্যুবার্ষিকীতে সকল অভিন্ন নদীর প্রবাহের অধিকার আদায়ের দাবিতে আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটি বাংলাদেশ ২ এর পাতায় দেখুন

কার্ডে মিলছে সার, স্বস্তিতে কৃষক

স্টাফ রিপোর্টার :
লালমনিরহাটের আদিতমারীতে 'সার কার্ড'র মাধ্যমে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় রাসায়নিক সার বিতরণ শুরু হয়েছে। এতে সারের জন্য কৃষকদের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি ও দুশ্চিন্তার অবসান ঘটেছে। গত ১ নভেম্বর থেকে উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে শুরু হওয়া এই কার্যক্রমে প্রকৃত কৃষকদের হাতে সহজে নির্ধারিত পরিমাণ সার পৌঁছানো নিশ্চিত হওয়ায় স্থানীয় কৃষকমহলে স্বস্তি ফিরেছে। আদিতমারী উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা যায়, কৃষকদের মাঝে সরকারি বরাদ্দকৃত সারের সুষম বণ্টন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সিন্ডিকেট বা যেকোনো ধরনের অনিয়ম রোধ করতেই এ যুগান্তকারী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উপজেলায় বর্তমানে মোট ৩৯ হাজার ১৪৩ জন নিবন্ধিত কৃষক রয়েছেন। এর মধ্যে ইতোমধ্যে ৩৫ হাজার কৃষকের মাঝে 'সার কার্ড' বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। বাকি কৃষকদের হাতেও দ্রুত কার্ড পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরেজমিনে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, সার কার্ড চালুর পর থেকে ডিলারদের দোকানগুলোতে আগের মতো সারের জন্য দীর্ঘ লাইন বা কোনো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি নেই। কৃষকরা দোকানে গিয়ে শুধু কার্ড প্রদর্শন করেই নিজেদের নির্ধারিত কোটার সার স্বাচ্ছন্দ্যে নিতে পারছেন। সার কার্ডের সুফল সম্পর্কে উপজেলার কমলাবাড়ি ইউনিয়নের চন্দনপাট গ্রামের কৃষক মো. আজগর আলী বলেন, আগে সার তুলতে



> উপজেলায় বর্তমানে মোট ৩৯ হাজার ১৪৩ জন নিবন্ধিত কৃষক রয়েছেন।

গিয়ে আমাদের নানা ঝামেলা পোহাতে হতো। এখন সার কার্ড থাকায় খুব সহজেই নির্দিষ্ট পরিমাণ সার পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। একই ইউনিয়নের পূর্ব শালমারা গ্রামের কৃষক সুশীল চন্দ্র রায় সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, আগে সার সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক সময় ভোগান্তির শিকার হতে হতো। এখন 'সার কার্ড' এর কারণে হয়রানি একেবারে কমেছে এবং সারের প্রাপ্যতা নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তাও দূর হয়েছে। কৃষি বিভাগের এই উদ্যোগে আমরা কৃষকরা অনেক উপকৃত হচ্ছি। শুধু কৃষকরাই নন, সার বিতরণের দায়িত্বে থাকা ডিলাররাও এই নতুন ব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করছেন। কমলাবাড়ি চন্দনপাটের বিএডিসি ডিলার মেসার্স সজীব ট্রেডার্সের স্বত্বাধিকারী মো. বাচ্চু মিয়া বলেন, সার কার্ডের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করায় কৃষকদের অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সার সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। প্রকৃত কৃষক সহজেই শনাক্ত করা যাচ্ছে এবং সারের সঠিক হিসাব সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করা আমাদের জন্যও অনেক সহজ হয়েছে। সার্বিক বিষয়ে আদিতমারী উপজেলা কৃষি অফিসার মো. আব্দুল জব্বার বলেন, উপজেলায় সারের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। কৃষকদের কাছে সরকারি বরাদ্দকৃত সার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সুশৃঙ্খলভাবে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই সার কার্ড কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে প্রকৃত কৃষকের প্রাপ্যতা শতভাগ নিশ্চিত এবং অনিয়ম পুরোপুরি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে। তিনি আরও জানান ২ এর পাতায় দেখুন

রামিসা ধর্ষণ-হত্যা মামলা: হাইকোর্টের রায় আজ

স্টাফ রিপোর্টার :
রাজধানীর মিরপুরের পল্লবীতে সাত বছরের শিশু রামিসাকে ধর্ষণের পর নৃশংসভাবে হত্যার ঘটনার মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত দুই আসামি সোহেল রানা ও স্বপ্না খাতুনের আপিল ও ডেথ রেফারেন্সের ওপর মঙ্গলবার (১৭ নভেম্বর) রায় ঘোষণা করবেন হাইকোর্ট। আসামিদের আপিল ও ডেথ রেফারেন্সের ওপর শুনানি শেষে সোমবার (১৬ নভেম্বর) সকালে বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী ও বিচারপতি কে এম রাশেদুজ্জামান রাজার সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে এ আদেশ দেন। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ওসমান চৌধুরী। অন্যদিকে আসামিপক্ষে শুনানি করেন রাষ্ট্রনিযুক্ত আইনজীবী হাফিজুর রহমান খান। মামলার বিবরণী অনুসারে, রামিসার বাবা তার পরিবারের লোকজন নিয়ে পল্লবী ২ এর পাতায় দেখুন



গোপালগঞ্জে ১০ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন, চলছে নজরদারি

স্টাফ রিপোর্টার :
গোপালগঞ্জ জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলার গুরুত্বপূর্ণ এলাকাসমূহে মোট ১০ প্লাটুন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়েছে। যেকোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলা ও প্রয়োজনীয় দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আর্মার্ড পারসোনেল ক্যারিয়ার (এপিসি) মোতায়েন করা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব পালনকারী বিজিবি সদস্যদের কার্যক্রম সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে মোতায়েনকৃত সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্যের সঙ্গে বডি ওর্ন ক্যামেরা সংযুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ড্রোন প্রযুক্তি ও ইমপ্রোভাইজড ডিভাইসের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ের ২ এর পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

হামে আরও ৪ শিশুর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশে গতকাল সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ৪ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে আক্রান্ত হয়েছে ১ হাজার ৬৮২ শিশু। সোমবার (১৬ নভেম্বর) বিকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম-বিষয়ক হালনাগাদ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৪ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে কোনো শিশুর মৃত্যু হয়নি। এ নি

দৈনিক
সকালবেলা
The Daily Sakalbela
নতুন প্রজন্মের কাগজ
মঙ্গলবার
১৭ নভেম্বর ২০২৬
প্রকাশনার ৩০ বছর

মালয়েশিয়াগামী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শুরু

স্টাফ রিপোর্টার :
মালয়েশিয়াগামী কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে শুরু হয়েছে। স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি জনপ্রতি আট হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৬ নভেম্বর) থেকে দেশটির জন্য নির্ধারিত অনুমোদিত মেডিকেল সেন্টারগুলোতে কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন। ১ অক্টোবর মালয়েশিয়ায় কর্মসংস্থানে যেতে ইচ্ছুক কর্মীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি জনপ্রতি আট হাজার টাকা নির্ধারণ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে মন্ত্রণালয়। বিজ্ঞপ্তিতে ৭ এর পাতায় দেখুন

বিচারকদের জন্য ৯টি মাইক্রোবাস বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশের বিভিন্ন আদালতের বিচারকদের যাতায়াতের সুবিধা বাড়াতে ৯টি মাইক্রোবাস বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেছেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। গতকাল রাজধানীর আবদুল গণি রোডে নিবন্ধন অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে রংপুরের জেলা ও দায়রা জজের হাতে একটি মাইক্রোবাসের চাবি হস্তান্তরের মাধ্যমে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন তিনি। আইন ও বিচার বিভাগের বাজেট ও উন্নয়ন অনুবিভাগের উদ্যোগে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড থেকে মাইক্রোবাসগুলো কেনা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন ব্যয়সহ ৯টি মাইক্রোবাস কিনতে মোট ৪ কোটি ৬৮ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। মাইক্রোবাসগুলোর মধ্যে ছয়টি দেওয়া হয়েছে চুয়াডাঙ্গা, লালমনিরহাট, যশোর, রংপুর, ঢাকা ও পঞ্চগড় জেলা জজ আদালতে। এ ছাড়া দুটি দেওয়া হয়েছে রাজশাহী ও সিলেট মহানগর দায়রা জজ আদালতে এবং একটি সিলেট ৭ এর পাতায় দেখুন



স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ গতকাল মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে মহান বিজয় দিবস ২০২৬ উদ্যাপনের লক্ষ্যে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণসহ সার্বিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে প্রস্তুতিমূলক সভায় সভাপতিত্ব করেন।

বিজয় দিবসে দেশজুড়ে থাকবে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলয় : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
মহান বিজয় দিবস উদযাপন ঘিরে কোনও ধরনের বিশৃঙ্খলা বা অনভিপ্রেত পরিস্থিতি এড়াতে গোয়েন্দা নজরদারি জোরদার এবং জাতীয় স্মৃতিসৌধসহ দেশের সব অনুষ্ঠানস্থলে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমদ। এ লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয় জোরদার করে সর্বোচ্চ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৬ নভেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে মহান বিজয় দিবস-২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রস্তুতিমূলক সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় ৭ এর পাতায় দেখুন

সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় ৬৩ শতাংশ শিক্ষার্থী অনাগ্রহী

স্টাফ রিপোর্টার :
চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় এক বা দুই বিষয়ে অকৃতকার্য ৪ লাখ ২২ হাজার ৯০৫ শিক্ষার্থীকে বিশেষ পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলেও আবেদন করেছেন মাত্র ১ লাখ ৫৮ হাজার ২৬৮ জন। অর্থাৎ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আবেদন করেননি ২ লাখ ৬৪ হাজার ৬৩৭ জন। মোট যোগ্য শিক্ষার্থীর প্রায় ৬৩ শতাংশই এই সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য আবেদন করেননি। ফলে শিক্ষাবর্ষ বাঁচানোর বিশেষ উদ্যোগের সুফল কতটা শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছাচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। শিক্ষাবিদদের মতে, অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক উদ্যোগ। এর মাধ্যমে এক বা দুই বিষয়ে ব্যর্থ হওয়া শিক্ষার্থীরা পরবর্তী শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই ফল উন্নয়নের সুযোগ পাচ্ছেন। তবে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী আবেদন না করায় এর পেছনের কারণ খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের অনাগ্রহ, উচ্চশিক্ষায় ভর্তির অনিশ্চয়তা কিংবা পারিবারিক ও আর্থিক পরিস্থিতি- কোন বিষয়টি বেশি প্রভাব ফেলছে, তা অনুসন্ধান জরুরি।
সুযোগ পেয়েও আবেদন করেননি অধিকাংশ : আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির তথ্য অনুযায়ী, এবার এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ১১টি শিক্ষা বোর্ডে মোট ১২ লাখ ৪০ হাজার ৭৯৮ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেন। তাদের মধ্যে পাস করেছেন ৬ লাখ ৪৬ হাজার ৬৮৫ জন। অকৃতকার্য হয়েছেন ৫ লাখ ৯৪ হাজার ১১৩ জন। এদের মধ্যে এক বিষয়ে ফেল করেছেন ২ লাখ ৯৮ হাজার ৪০ জন এবং দুই বিষয়ে ১ লাখ ২৪ হাজার ৮৬৫ জন। এই দুই শ্রেণির মোট ৪ লাখ ২২ হাজার ৯০৫ জনকে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। গত ৫ থেকে ৯ নভেম্বর পর্যন্ত আবেদন গ্রহণ করা হয়। নির্ধারিত সময়ে আবেদন জমা দিয়েছেন ১ লাখ ৫৮ হাজার ২৬৮ জন। তাদের আবেদনে বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষার সংখ্যা ৩ লাখ ৮৭ হাজার ৫৯৩টি। অর্থাৎ সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ৩৭ শতাংশ আবেদন করেছেন। বাকি প্রায় ৬৩ শতাংশ আবেদন করেননি। তবে আবেদন না করার পেছনে তাদের সুনির্দিষ্ট কারণ কী, সে বিষয়ে বোর্ডের পরিসংখ্যানে কোনো ব্যাখ্যা নেই। উচ্চশিক্ষায় ভর্তির অনিশ্চয়তা : সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় অংশ নিতে যাওয়া শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশের লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া। কিন্তু বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও দেশের কয়েকটি শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করার সুযোগ না পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রমের সময়সূচির সঙ্গে বিশেষ ৭ এর পাতায় দেখুন



ভুয়া তথ্য ও আপত্তিকর কনটেন্ট বন্ধে দ্রুত আইন করবে সরকার

-সংসদে তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া অপতথ্য, বিভ্রান্তিকর ও আপত্তিকর কনটেন্ট বন্ধে সরকার দ্রুত আইন প্রণয়ন করবে বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। গতকাল সোমবার জাতীয় সংসদে বগুড়া-১ আসনের সরকারি দলের সংসদ সদস্য কাজী রফিকুল ইসলামের সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অপতথ্য ছড়িয়ে পড়ার বিষয়ে সরকারের কাছে প্রচুর অভিযোগ আসছে। এ ধরনের অপতথ্য ও বিভ্রান্তিকর কনটেন্টের বিস্তার রোধে সরকার কাজ করছে। ৭ এর পাতায় দেখুন



আওয়ামী লীগের কোনো কার্যক্রম প্রচার করা যাবে না

-তথ্য প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
গণমাধ্যমে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনগুলোর কোনো কার্যক্রম প্রচার করা যাবে না বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ইয়াসের খান চৌধুরী। তিনি বলেন, যারা আগুন সন্ত্রাস করছে এবং গণহত্যা করে পালিয়ে গেছেন, তাদের সংবাদ প্রচার জনগণ ভালোভাবে দেখবে না। গতকাল সোমবার দুপুরে সচিবালয়ে অনলাইন এডিটরস ফোরামের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, ৭ এর পাতায় দেখুন

রমজান ঘিরে ব্যাপক প্রস্তুতি

স্টাফ রিপোর্টার :
দেশের অন্যতম বৃহৎ পাইকারি বাজার চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে আসন্ন পবিত্র রমজান সামনে রেখে চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। রমজানের বাড়তি চাহিদা মেটাতে প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য আমদানি করতে এরই মধ্যে তৎপর হয়ে উঠেছেন আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীদের দাবি, এবার রমজানে অতিপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য বিগত যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি আমদানি হচ্ছে। ফলে কোনো পণ্যের সংকট থাকবে না। খাতুনগঞ্জ ট্রেড অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক রেজাউল করিম আজাদ বলেন, ‘রমজান সামনে রেখে পুরো প্রস্তুতি নিয়েছে আমদানিকারকরা। বিগত যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি আমদানি হবে এ রমজানে। আশা করছি রমজানে কোনো ধরনের ভোগ্যপণ্যের সংকট হবে না।’ তিনি আরও বলেন, ‘রমজান শুরুর কয়েক মাস আগে থেকে শুরু হয় আমদানিকারকদের প্রস্তুতি। রমজানের অতিপ্রয়োজনীয় পণ্য এর মধ্যে গুদামজাতও শুরু হয়েছে। কিছু কিছু পণ্য বন্দরে খালাসের পথে রয়েছে। আবার কিছু পণ্য দেশে আসার পথে রয়েছে। রমজানব্যবসায়ীরা জানান, এবার রমজানের পণ্য আমদানি নির্বিঘ্ন করতে বাংলাদেশ ব্যাংক গত ৮ নভেম্বর একটি বিশেষ প্রজ্ঞাপন

খাতুনগঞ্জ

এবার সংকট হবে না, দাবি ব্যবসায়ীদের

> পণ্য খালাস ও সরবরাহ নির্বিঘ্ন থাকলে ভোগ্যপণ্যের বাজার সহনশীল থাকবে
>
> **এস এম নাজের হোসাইন**
> ক্যাবের কেন্দ্রীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি

জারি করেছে। এতে চাল, চিনি, ছোলা, খেজুরসহ ১০টি অতিপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে এলসি মার্জিন নূন্যতম পর্যায়ে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যা ২০২৭ সালের ১৫ মার্চ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। খাতুনগঞ্জের আমদানিকারকরা এ সিদ্ধান্তের পর পুরোদমে এলসি খোলার কাজ শুরু করেছেন। রমজানের বাজার ধরতে অন্তত তিন থেকে চার মাস আগে থেকেই ঋণপত্র (এলসি) খুলতে হয়। প্রস্তুতির অংশ হিসেবে কিছু কিছু আমদানিকারক অতিপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য আমদানি করে গুদামজাত শুরু করেছেন। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে রমজানের পণ্যবোঝাই জাহাজ পুরোদমে আসা শুরু করবে। বন্দরে পণ্য খালাসে জটিলতা না থাকলে সরবরাহে কোনো ঘাটতি থাকবে না। রমজানে ছোলা, মটর, মসুর ডাল, ভোজ্য তেল, চিনি, পিঁয়াজ ও খেজুরের মতো ভোগ্যপণ্যের চাহিদা স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় কয়েক গুণ বেড়ে যায়। প্রতি বছর রমজানে দেশে প্রায় ৩ লাখ টন চিনি, ১ লাখ টন ছোলা, দেড় লাখ টন মসুর ডাল এবং প্রায় ৫০ হাজার টন খেজুরের বাড়তি চাহিদা থাকে। চলতি বছরও বেশি পণ্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছেন আমদানিকারকরা। কনজুমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) কেন্দ্রীয় ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় সভাপতি এস এম নাজের হোসাইন বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সময়োপযোগী নীতিসহায়তার কারণে এবার এলসি খোলায় ব্যবসায়ীদের জটিলতা কমেছে। বন্দরে পণ্য দ্রুত খালাস এবং খাতুনগঞ্জ থেকে সারা দেশে সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন থাকলে আসন্ন রমজানে ভোগ্যপণ্যের বাজার সহনশীল থাকবে। এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন আগাম নজরদারি কতটা কার্যকরভাবে বাজার স্থিতিশীল রাখতে পারে। ৭ এর পাতায় দেখুন

জিয়াউল আহসানের বিচার হবে ভার্চুয়ালি: ট্রাইব্যুনাল

স্টাফ রিপোর্টার :
শাপলা চত্বর হত্যাযজ্ঞের মামলায় সাবেক সেনা কর্মকর্তা মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানের বিচার এখন থেকে কারাগারে রেখে ভার্চুয়ালি পরিচালনার আদেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২। সোমবার (১৬ নভেম্বর) শুনানি শেষে আদালত এই সিদ্ধান্ত দেন। কোনো আসামি অসুস্থ থাকলেও ভার্চুয়ালি হাজির করতে হবে। এ বিষয়ে প্রসিকিউশনের আবেদন ট্রাইব্যুনাল মঞ্জুর করেছে বলে জানিয়েছেন প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামিম। তিনি বলেন, প্রসিকিউশনের পক্ষ থেকে শাপলা চত্বর মামলা জিয়াউল আহসানকে যেন ভার্চুয়ালি হাজির করানো হয় সেই আবেদন করেছিলাম। শুনানি শেষে ট্রাইব্যুনাল সেটি মঞ্জুর করেছে। এখন থেকে শাপলা চত্বর গণহত্যার মামলায় জিয়াউল আহসানকে জেলখানায় রেখে ভিডিও ৭ এর পাতায় দেখুন



সিসিইউ থেকে কেবিনে স্থানান্তর করা হলো স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে

স্টাফ রিপোর্টার :
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেনকে সিসিইউ থেকে কেবিনে স্থানান্তর করা হয়েছে। তিনি শারীরিকভাবে এখন সুস্থ আছেন। গতকাল সোমবার (১৬ নভেম্বর) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে গত রবিবার (১৫ নভেম্বর) বিকাল ৪টা ৩০ মিনিটে রাজধানীর একটি হাসপাতালে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হৃদযন্ত্রে সফলভাবে দুটি রিং (স্টেন্ট) পরানো হয়েছে। তার হৃদযন্ত্রের ব্লক দূর করতে এ চিকিৎসা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। একই হাসপাতালে গত শনিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এনজিওগ্রাম করা হলে হৃদযন্ত্রের তিনটি স্থানে ব্লক শনাক্ত হয়। পরবর্তী সময়ে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী দুটি ব্লকে রিং পরানো হয়। অপর ব্লকটি ডাইলেশন (বেলুনের মাধ্যমে রক্তনালি প্রসারিত করা) পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়েছে। অধ্যাপক ডা. এন এ এম মোমেনুজ্জামানের নেতৃত্বে চিকিৎসকদের একটি দল সফলভাবে এ চিকিৎসা কার্যক্রম ৭ এর পাতায় দেখুন



শেখ হাসিনার ইস্যুতে আনুষ্ঠানিক কোনো শর্ত দেয়নি ভারত

-পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
জুলাই অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনাকে ফেরত দেওয়া নিয়ে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কোনও শর্তের কথা উল্লেখ করে যোগাযোগ করা হয়নি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। সোমবার (১৬ নভেম্বর) বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান তিনি। শামা ওবায়েদ বলেন, ‘অন্য যেকোনও আসামির মতো শেখ হাসিনাকেও দেশে ফিরে এসে সাজা ভোগ করতে হবে। তিনি বলেন, ‘শেখ হাসিনাকে ফেরত আনার বিষয়ে ভারতের পক্ষ থেকে ৭ এর পাতায় দেখুন

চার মাসে জুতা রপ্তানি বেড়েছে ৯.৩৭ শতাংশ, আয় ৪৫৭ মিলিয়ন ডলার

স্টাফ রিপোর্টার :
আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের জুতা রপ্তানিতে ইতিবাচক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে (জুলাই-অক্টোবর) চামড়ার ও চামড়াবিহীন জুতা মিলিয়ে মোট রপ্তানি আয় হয়েছে ৪৫৭.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৯.৩৭ শতাংশ বেশি। গত অর্থবছরের প্রথম চার মাসে এ খাতে রপ্তানি আয় ছিল ৪১৭.৮৫ মিলিয়ন ডলার। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের প্রথম চার মাসে চামড়ার জুতা রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ২৬২.১৫ মিলিয়ন ডলার, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের ২৩৯.৮৬ মিলিয়ন ডলারের তুলনায় ৯.২৯ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে, চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ১৯৪.৮৬ মিলিয়ন ডলার। গত অর্থবছরের একই সময়ে এ আয় ছিল ১৭৭.৯৯ মিলিয়ন ডলার। এ খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯.৪৮ শতাংশ। দুই ধরনের জুতা মিলিয়ে এক বছরের ব্যবধানে রপ্তানি আয় বেড়েছে ৩৯.১৬ মিলিয়ন ডলার। বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির বলেন, বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং নতুন বাজার সম্প্রসারণে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। চামড়া ও জুতা শিল্পের উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ানো, পণ্যের মূল্য সংযোজন বৃদ্ধি, ব্যবসায়িক প্রক্রিয়া সহজ করা এবং বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ শিল্পের উদ্যোক্তারা যাতে আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা ও মান অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করতে পারেন, সে জন্য সরকার নীতিগত সহায়তা অব্যাহত রাখবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, চামড়া ও জুতা শিল্পের বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করে উৎপাদন সক্ষমতা এবং রপ্তানি বাড়াতে একটি কার্যকর রোডম্যাপ তৈরির কাজ চলছে। এ জন্য বাণিজ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের পরিবেশগত ও সামাজিক মানদণ্ড পূরণে উদ্যোক্তাদের সহায়তা এবং পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহের উৎস শনাক্তে জাতীয় ট্রেসেবিলিটি কাঠামো তৈরির উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে রপ্তানিমুখী জুতা ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের সাধারণ বন্ডের মেয়াদ এক বছর থেকে বাড়িয়ে তিন বছর ৭ এর পাতায় দেখুন



অর্থ পাচারে বিশ্বে শীর্ষে থাকতে পারে বাংলাদেশ ফেরাতে সময় লাগবে: টাস্কফোর্স

স্টাফ রিপোর্টার :
ব্যাংক খাত থেকে যেভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হয়েছে, বিশ্বে তার নজির বিরল। এমনকি ব্যাংক খাত থেকে অর্থ পাচারের ঘটনায় বাংলাদেশ বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর একটি হতে পারে। পাচার হওয়া অর্থ ও সম্পদ দেশে ফিরিয়ে আনতে দীর্ঘ আইনি লড়াই করতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় পাঁচ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। গতকাল সোমবার (১৬ নভেম্বর) রাজধানীর মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন পাচার হওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারে গঠিত টাস্কফোর্সের উপদেষ্টা ফরহানুল গনি চৌধুরী।
তিনি বলেন, বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ ফিরিয়ে আনতে হলে প্রথমে সেগুলো ৭ এর পাতায় দেখুন

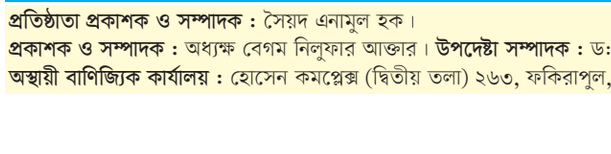
সন্ত্রাস-নাশকতা ঠেকাতে খুলনায় যৌথ বাহিনীর টহল শুরু

স্টাফ রিপোর্টার :
খুলনা সিটি করপোরেশনের (কেসিসি) নগর ভবনে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের ঘটনার পর নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এসব প্রতিষ্ঠানে টহল ও গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পাশাপাশি সন্ত্রাস দমনে সোমবার (১৬ নভেম্বর) সকাল থেকে খুলনায় যৌথ বাহিনীর টহল শুরু হয়েছে। এদিকে নগর ভবনে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও সন্ত্রাসীদের সম্পৃক্ততা দুই সম্ভাবনাই উড়িয়ে দিচ্ছেন না খুলনা সিটি করপোরেশনের (কেসিসি) প্রশাসক নজরুল ইসলাম মঞ্জু। তার ধারণা, জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতেই এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। রবিবার (১৫ নভেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার পর মোটরসাইকেলে আসা দুর্বৃত্তরা নগর ভবনের সিঁড়ি লক্ষ্য করে একটি ৭ এর পাতায় দেখুন



দক্ষিণ বাংলাকে উন্নয়নের মূল ধারায় যুক্ত করতে চান প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার :
দক্ষিণ বাংলাকে দেশের উন্নয়নের মূল ধারায় যুক্ত করার জোরালো প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা জহির উদ্দিন স্বপন এমপি। তিনি বলেন, ভোলার গ্যাসসম্পদ, কুয়াকাটার সমুদ্রসৈকত এবং পায়রা বন্দর দক্ষিণাঞ্চলের কৌশলগত সম্পদ। বর্তমান সরকার এই সম্পদগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে চায়। সেই লক্ষ্যেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। গতকাল ১৬ নভেম্বর সকালে (নিউইয়র্ক সময় ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায়) যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের আড্ডা রেস্টুরেন্ট পার্টি হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বৃহত্তর বরিশালবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নে প্রবাসীদের সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর এই উপদেষ্টা বলেন, দক্ষিণাঞ্চলের প্রবাসীদের মধ্যে যারা উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করতে চান, সরকার তাদের এই উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাবে। ডা. ৭ এর পাতায় দেখুন



হত্যাচেষ্টার আরেক মামলায় গ্রেফতার সাবেক এমপি মমতাজ

স্টাফ রিপোর্টার :
চব্বিশের জুলাই গণঅভ্যুত্থান কেন্দ্রিক রাজধানীর মিরপুর মডেল থানার একটি হত্যাচেষ্টা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য ও কণ্ঠশিল্পী মমতাজ বেগমকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। গতকাল সোমবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আরিফুর রহমানের আদালতে তাকে ভার্চুয়ালি হাজির দেখানো হয়। এরপর মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাকে এ মামলায় গ্রেফতার দেখানোর আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। শুনানি শেষে আদালত আবেদন মঞ্জুর করেন। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সকাল ১১টায় মিরপুর ১০ নম্বর গোলচত্বরের ফলপট্টির কাছে আন্দোলনে অংশ নেন ওমর ফারুক শাকিল। এ সময় তার ওপর হামলা চালানো হয়। একপর্যায়ে আসামিরা তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে। গুলিবিদ্ধ শাকিলকে প্রথমে আগারগাঁওয়ের নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ৭ এর পাতায় দেখুন

সমন্বয়হীন প্রকল্পই গলার কাঁটা

বিশেষ প্রতিবেদক
দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার অর্থায়নে নাগরিক সুবিধার জন্য হরেক রকম উন্নয়ন কাজ হলেও বাস্তবে তা রূপ নিয়েছে চরম ভোগান্তিতে। অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ, রাস্তার মাঝে বৈদ্যুতিক খুঁটি এবং বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়হীন কাজের কারণে নাগরিক সুবিধা তো মিলছেই না, বরং এসব প্রকল্পই এখন গাজীপুরবাসীর জন্য গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে বুমেরাং বা ‘সাপেবর’ এসব প্রকল্পে। জানা যায়, গাজীপুর সিটি করপোরেশন আটটি জোনে বিভক্ত। এর প্রত্যেক জোনেই নির্মাণ করা হয়েছে ২০ ফুট করে রাস্তা। কিন্তু এই নির্মিত রাস্তার প্রায় প্রত্যেকটিতেই রয়েছে বৈদ্যুতিক খুঁটির অবস্থান। গাজীপুর মহানগরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, নীলেরপাড়া থেকে কানাইয়া ৩২০০ মিটার রাস্তাটি ২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ও বিশ্বব্যাংকের (ওয়ার্ল্ড ব্যাংক) সহযোগিতায় উন্নয়ন করা হয়। আবার সালনা বাজার থেকে দেশিপাড়া হয়ে বিলাসপুর বটতলার ৫ কিলোমিটার রাস্তাটি প্রায় ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ে করা হয়। এ ছাড়া কানাইয়া, নীলেরপাড়া, পেয়ারা বাগান ও ধীরাশ্রম থেকে যোগীতলা বাজারের ৫.৩ কিলোমিটার রাস্তাটি করা হয় প্রায় ৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে। পাশাপাশি ছোট দেওড়া হতে যোগীতলার রাস্তা ২১ কোটি টাকা ব্যয়ে এবং কাশিমপুর বিআইডিসি থেকে শ্রীপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার আরসিসি রাস্তা নির্মাণ করা হয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ এসব রাস্তার মাঝে থাকা শত শত বৈদ্যুতিক খুঁটি যেন একেকটি মরণফাঁদ। এ কারণে সচেতন নাগরিকরা রাস্তাটি এড়িয়ে চলেন। নগরবাসীর সুবিধার্থে শতকোটি টাকা খরচ করে রাস্তাগুলো করা হলেও বর্তমানে বৈদ্যুতিক খুঁটির কারণে নগরবাসীর অন্যতম অসুবিধার কারণ এসব রাস্তা। বিষয়টি নিশ্চিত করে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী সুবীদ বসাক জানান, ‘আম

এআইয়ের ওপর নির্ভরতা নয়, জ্ঞান

হক মিলন। গতকাল সোমবার (১৬ নভেম্বর) বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, শুধু তথ্য থাকলেই হবে না, সেই তথ্য বোঝার ও বিশ্লেষণ করার মতো জ্ঞান থাকতে হবে। একই সঙ্গে প্রয়োজন প্রজ্ঞা। শিক্ষার্থীদের মুখস্থনির্ভরতা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, ভর্তি পরীক্ষায় ভালো করেও অনেক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে গিয়ে পড়াশোনার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না। বুয়েটের উপাচার্য তাকে এমন পরিস্থিতির কথা জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করে আসছে, কিন্তু পরবর্তী সময়ে পড়াশোনার চাপের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না। এভাবে আর চলবে না। এআই দিয়ে ঘন ঘন প্রতিবেদন তৈরি করলেই শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। বরং এআইয়ের দেওয়া তথ্য সঠিক কি না, তা যাচাই ও বিচার করার সক্ষমতা অর্জন করতে হবে। শিক্ষার প্রচলিত কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা গতানুগতিক পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। শিক্ষার্থীদের শেখার পদ্ধতি ও শিক্ষকদের পাঠদানে সময়োপযোগী পরিবর্তন আনতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রীর 'ওয়ান টিচার ওয়ান ট্যাব' কর্মসূচি বাস্তবায়নে রোববার গুগলের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। শ্রেণিকক্ষের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং আধুনিক প্রযুক্তি ও এআইয়ের মাধ্যমে পাঠদান সহজ করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও তুলে ধরেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী জানান, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পরিবহনব্যবস্থা উন্নয়নে ২০০টি বাস দেওয়া এবং মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজ হাতে ১ হাজার ৫০০টি কম্পিউটার বিতরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। শিক্ষার অগ্রগতি নিয়েও তিনি নিয়মিত খোঁজখবর রাখছেন। তিনি আরও বলেন, চলতি বছর ১০৭ জন সেরা শিক্ষককে পুরস্কৃত করা হয়েছে। আগামীতে বিজ্ঞানীদেরও পুরস্কৃত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। দেশের শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

বাণিজ্য বাধা কমলে কম দামে

মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ হলে মার্কিন কোম্পানিগুলো নতুন বাজার পাবে, অন্যদিকে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা উন্নতমানের পণ্য ও উপকরণ আমদানির সুযোগ পাবেন। এতে উভয় দেশের অর্থনীতি লাভবান হবে। গতকাল সোমবার (১৬ নভেম্বর) রাজধানীর শেরাটন হোটেলে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে মার্কিন দূতাবাস আয়োজিত টেস্ট অব আমেরিকা অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশে আরও বেশি মার্কিন পণ্য প্রবেশের পথ সুগম করা তার কাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মাধ্যমে বাংলাদেশি ভোক্তারা পণ্যের আরও বেশি বিকল্প ও প্রতিযোগিতামূলক দাম পাবেন। পাশাপাশি স্থানীয় শেফ, বেকার ও ব্যবসায়ীরা উন্নতমানের উপকরণ ব্যবহার করে নিজেদের সৃজনশীলতা তুলে ধরতে পারবেন। বাণিজ্যনীতি প্রসঙ্গে ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যসংক্রান্ত চুক্তি কার্যকর হলে আমদানির ব্যয় কমবে। বিভিন্ন পণ্যের ওপর শুল্ক হ্রাসের ফলে মার্কিন খাদ্যপণ্য আমদানি সহজ ও সাশ্রয়ী হবে। আমদানিকারকেরা আরও বৈচিত্র্যময় পণ্য আনতে পারবেন। একই সঙ্গে রেস্তোরাঁ ও বেকারিগুলো নতুন ধরনের খাবার তৈরির সুযোগ পাবে। খাদ্য নিরাপত্তা ও পণ্যের মানের ওপর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে কোনো পণ্য নির্ধারিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে তা রপ্তানি করা সম্ভব নয়। বাণিজ্য চুক্তিতেও খাদ্য নিরাপত্তা, মেধাস্বত্ব সুরক্ষা এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার উচ্চমান বজায় রাখার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলাদেশের বাজার পরিস্থিতি তুলে ধরে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, আমদানি বিধিনিষেধ ও অনিয়ন্ত্রিত বাজারব্যবস্থার কারণে অনেক পণ্যের দাম বেড়ে যায়। নকল ও ভেজাল খাদ্যপণ্যের কারণে ভোক্তাদের বেশি অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং পণ্যের মান নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারের ন্যায্য দামে নিরাপদ ও মানসম্মত খাদ্য পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এ কারণে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাধা ধাপে ধাপে কমানোর উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রের গরুর মাংসের সম্ভাবনা তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলাদেশের গরুর মাংস বিরিয়ানি, পোলাও, মেজবান ও তেহারির মতো ঐতিহ্যবাহী খাবারের জন্য উপযোগী। অন্যদিকে মার্কিন গরুর মাংস স্টেকের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। শস্যভিত্তিক খাবার খাওয়ানোর কারণে অনেক মার্কিন গরুর মাংসে বিশেষ মার্বেলিং, কোমলতা ও স্বাদ তৈরি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের (ইউএসডিএ) চয়েস ও প্রাইম গ্রেডের মাংস আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চমানের পণ্য হিসেবে পরিচিত। রাষ্ট্রদূত জানান, বর্তমানে বাংলাদেশে বৈধভাবে মার্কিন গরুর মাংস কেনার সুযোগ নেই। এ কারণে উন্নতমানের আমেরিকান স্টেক খেতে আগ্রহীদের ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, টোকিও কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে যেতে হয়। ভবিষ্যতে বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিমিয়াম গরুর মাংসের বাণিজ্যিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে মার্কিন দূতাবাস বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করবে। নিজের অঙ্গরাজ্য আইওয়া থেকে আমদানি করা গরুর মাংসের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আইওয়া যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান ভুট্টা উৎপাদনকারী অঙ্গরাজ্য। উৎপাদিত ভুট্টার একটি বড় অংশ গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের মানুষের কাছে যেমন গরুর মাংসের গুরুত্ব রয়েছে, আইওয়ার বাসিন্দাদের কাছেও উন্নতমানের গরুর মাংস তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, ২০২৫ সালে শুল্ক ছাড়ের অনুমোদনের পর বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের গমের নবম বৃহত্তম ক্রেতায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে আরও বেশি মার্কিন গম আমদানি, স্থানীয়ভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং রেস্তোরাঁ ও ক্যাফেতে ব্যবহারের আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া অঙ্গরাজ্য থেকে আমদানি করা হালাল পদ্ধতিতে জবাই করা গরুর মাংস পরিবেশন করা হয়। পাশাপাশি মার্কিন উপকরণ ব্যবহার করে বাংলাদেশি বেকারদের তৈরি কাপকেক নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে মার্কিন কৃষিপণ্যের গুণগত মান ও বৈচিত্র্য তুলে ধরার পাশাপাশি দুই দেশের কৃষি ও খাদ্যপণ্য বাণিজ্য সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিদের জন্য পারস্পরিক মতবিনিময় ও সরাসরি সংগীত পরিবেশনারও আয়োজন ছিল।

সরকার সিএমএসএমই খাতের

ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হবে। রাজধানীর বিসিক ভবন মিলনায়তনে দেশের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫১১ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ১৪ কোটি ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকার ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী আজ এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিসিক চেয়ারম্যান বেনজীর আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন শিল্পসচিব আব্দুন নাসের খান। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বিসিক পরিচালক (অর্থ) কাউজার মোহাম্মদ ফারাবী এবং উদ্যোক্তা শামীমা পারভীন ও হাজেরা আক্তার। শিল্পমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির আরও বলেন, দেশের অর্থনীতিতে সিএমএসএমই খাতের অবদান বর্তমানে প্রায় এক-চতুর্থাংশ। আয়বৈষম্য কমানো, সুষম প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা এবং বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিসিক ও এসএমই খাতকে আরও শক্তিশালী করে দেশব্যাপী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও বিকাশে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২২ লাখ মানুষ কর্মক্ষম বয়সে প্রবেশ করছে। এসব মানুষের কর্মসংস্থান শুধু বৃহৎ শিল্প কিংবা তথ্যপ্রযুক্তি খাতের মাধ্যমে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের মাধ্যমেই বিপুলসংখ্যক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব। একজন উদ্যোক্তা নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি আরও অনেক মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারেন। এর মাধ্যমে বহু পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের সমন্বয়ে দেশব্যাপী উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হবে। পাশাপাশি ইউরোপ ও চীনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে তাদের অভিজ্ঞতা, কারিগরি দক্ষতা এবং প্রয়োজনে ঋণ সহায়তা কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে। ঋণ কার্যক্রম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমানে জেলা পর্যায়ে পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়। জামানতবিহীন ঋণের সীমা দুই লাখ টাকা। বর্তমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় এ ঋণের পরিমাণ বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। বিষয়টি পর্যালোচনা করে জামানতবিহীন ঋণের সীমা বৃদ্ধি এবং বিসিকের ঋণ অনুমোদনের ক্ষমতা সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তিনি জানান, বিসিকের এ ঋণ আদায়ের হার ৯০ শতাংশের বেশি। এটি ঋণগ্রহীতাদের ইতিবাচক ভূমিকার পরিচয় বহন করে। শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশের শিল্পায়ন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন কোনো একক প্রতিষ্ঠানের কাজ নয়। সরকার, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা ও বেসরকারি খাতের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কর্মসংস্থানমুখী, বৈষম্যহীন ও বাসযোগ্য দেশ গড়ে তুলতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই এ লক্ষ্য অর্জনে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে।

আমদানি ব্যয় ও সরকারি

হিসাব করা রিজার্ভ ছিল ৩২ দশমিক ৯১ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই প্রবণতা ধরে রাখা যায়নি। গত ২৯ অক্টোবর মোট রিজার্ভ কমে দাঁড়ায় প্রায় ৩৬ দশমিক ৩৩ বিলিয়ন ডলারে। ১২ নভেম্বর তা আরো কমে প্রায় ৩৪ দশমিক ৬৫ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। বিপিএম৬ পদ্ধতিতে সর্বশেষ রিজার্ভ প্রায় ২৯ দশমিক ৮২ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ, জুনের তুলনায় নভেম্বরের মাঝামাঝি মোট রিজার্ভ কমেছে প্রায় ২ দশমিক ৯৩ বিলিয়ন ডলার। বিপিএম৬ হিসাবেও পতন ৩ বিলিয়ন ডলারের বেশি। মাত্র সাড়ে চার মাসে এই হ্রাস বৈদেশিক লেনদেনের ওপর নতুন চাপের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এখানে রিজার্ভের দু'টি হিসাবের পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ। মোট বা গ্রস রিজার্ভের মধ্যে আন্তর্জাতিক রিজার্ভ সম্পদের বিস্তৃত হিসাব অন্তর্ভুক্ত থাকে। বিপিএম৬ পদ্ধতিতে তুলনামূলকভাবে কঠোর মানদণ্ডে রিজার্ভের হিসাব করা হয়। ফলে আন্তর্জাতিক দায় ও সংশ্লিষ্ট সমন্বয় বিবেচনায় প্রকৃত ব্যবহারযোগ্য বৈদেশিক সম্পদের মূল্যায়নে বিপিএম৬ হিসাব বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। রিজার্ভের এই পতনের পেছনে আমদানি দায় পরিশোধ একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বিশেষ করে এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের (এসিইউ) সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মেয়াদের আমদানি বিল বাবদ প্রায় ১ দশমিক ৬৪ বিলিয়ন ডলার পরিশোধের পর ৬ নভেম্বর বিপিএম৬ হিসাবে রিজার্ভ ২৯ দশমিক ৯৮ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, এই পরিশোধের আগে রিজার্ভ ছিল ৩১ দশমিক ৫১ বিলিয়ন ডলার।

রেমিট্যান্স বাড়লেও রফতানি আয় স্থবির : বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইতিবাচক শক্তি এখন প্রবাসী আয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রেমিট্যান্স এসেছে ৩৫ দশমিক ৫৯ বিলিয়ন ডলার। আগের অর্থবছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ১৭ দশমিক ৩৪ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে অক্টোবর- এই চার মাসে রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি ১৩ শতাংশে নেমে আসে। এ সময়ে আদায় হয় ১১.৪৭ বিলিয়ন ডলার। চলতি অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমে এলেও রেমিট্যান্স আশাব্যাঞ্জক। বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী আয় বাড়ায় বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে, ব্যাংকগুলোর ডলার তারল্য পরিস্থিতি উন্নত হয়েছে এবং রিজার্ভ পুনর্গঠনে সহায়তা মিলেছে। কিন্তু রেমিট্যান্সের এই প্রবৃদ্ধির বিপরীতে রফতানি খাতের চিত্র হতাশাজনক। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পণ্য রফতানি থেকে আয় হয়েছে ৪৩ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ডলার। আগের বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে রফতানি প্রবৃদ্ধি হয় ৭ শতাংশ যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১ শতাংশের মতো বেশি। দেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী দু'টি উৎসের একটিতে শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি থাকলেও অন্যটি কার্যত স্থবির।

এই বৈপরীত্য অর্থনীতির কাঠামোগত দুর্বলতা নির্দেশ করে। রেমিট্যান্স মূলত বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের আয় থেকে আসে। কিন্তু রফতানি আয় নির্ভর করে দেশের উৎপাদন সক্ষমতা, শিল্পের প্রতিযোগিতা, জ্বালানি সরবরাহ, শ্রম উৎপাদনশীলতা, আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা এবং বাণিজ্যিক পরিবেশের ওপর। দীর্ঘমেয়াদে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে শুধু রেমিট্যান্সের ওপর নির্ভর করা সম্ভব নয়। রফতানি পণ্যের বহুমুখীকরণ, নতুন বাজার সৃষ্টি, শিল্পের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং উৎপাদন ব্যয় কমানো অপরিহার্য।

আমদানি ব্যয় বাড়ছে, বাণিজ্য ঘাটতির ঝুঁকি : আমদানির তথ্যেও চাপের চিত্র স্পষ্ট। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আমদানির পূর্বাভাস বা প্রদত্ত হিসাবে সিএন্ডএফ ভিত্তিতে আমদানি ব্যয় ৭৫ দশমিক ২৪ বিলিয়ন ডলার। প্রবৃদ্ধি ১০ দশমিক ০৭ শতাংশ। এফওবি ভিত্তিতে আমদানি ৭১ দশমিক ১৪ বিলিয়ন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ১০ দশমিক ৫৩ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে আমদানি প্রবৃদ্ধি হয় ১৫ শতাংশের বেশি যা একই সময়ের রফতানি প্রবৃদ্ধির চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। পরিমাণগতভাবে বিবেচ্য সময়ে আমদানি ব্যয় রফতানি আয়ের প্রায় দ্বিগুণ। এটি পণ্য বাণিজ্যের কাঠামোগত ঘাটতির ব্যাপকতা বোঝায়। তবে এই ব্যবধানকে একই চলতি হিসাবের ঘাটতি বলা যাবে না; কারণ চলতি হিসাবে সেবা, প্রাথমিক আয় ও দ্বিতীয় পর্যায়ের আয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকে। জ্বালানি, শিল্পের কাঁচামাল, ভোগ্যপণ্য ও মধ্যবর্তী পণ্যের আমদানি ব্যয় বৈদেশিক মুদ্রার ওপর চাপ বাড়াচ্ছে। আবার আমদানি কমিয়ে রিজার্ভ রক্ষার নীতি গ্রহণ করলে শিল্পের কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি বাধাগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এলসি-সংক্রান্ত তথ্যে মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি নিষ্পত্তিতে নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির ইঙ্গিত রয়েছে। শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রেও দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে। বিপরীতে পেট্রোলিয়াম আমদানি ব্যয় বেড়েছে। এখানে অর্থনীতির জন্য দ্বিমুখী ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। আমদানি বাড়লে রিজার্ভের ওপর চাপ পড়ে। আবার প্রয়োজনীয় আমদানি কমালে উৎপাদন, শিল্প সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নতুন দুই থানা ও দুই পৌরসভা

ইউনিয়নের বটতলী নামক স্থানে 'মাতামুহুরী থানা' স্থাপন করা হবে। এ ছাড়া বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানাকে বিভক্ত করে নবসৃষ্ট মোকামতলা উপজেলার 'মোকামতলা থানা' স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে বগুড়া জেলার মোকামতলা উপজেলাধীন 'মোকামতলা' পৌরসভা এবং সিলেট জেলার জৈন্তাপুর উপজেলাধীন 'জৈন্তাপুর' পৌরসভা গঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ময়মনসিংহ জেলার নবসৃষ্ট দক্ষিণ গফরগাঁও উপজেলার নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপজেলার 'পাগলা' থানার নাম পরিবর্তন করে 'দক্ষিণ গফরগাঁও থানা' করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলা বিভক্ত করে নবসৃষ্ট 'চন্দ্রগঞ্জ' উপজেলার প্রশাসনিক সদর দপ্তর মটবী ও চরচামিতা মৌজার পরিবর্তে হাজিরপাড়া ইউনিয়নের ১৬৩ নম্বর উত্তর চন্দ্রপুর ও ১৬৬ নম্বর হাজিরপাড়া মৌজায় স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। একইভাবে কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা বিভক্ত করে নবসৃষ্ট বাঙ্গরা উপজেলার প্রশাসনিক সদর দপ্তর খামারগ্রাম মৌজার পরিবর্তে বাঙ্গরা পূর্ব ইউনিয়নের ৪০ নম্বর দক্ষিণ বাঙ্গরা মৌজায় স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবগুলোর মধ্যে নতুন থানা স্থাপন ও থানার নাম পরিবর্তনের উদ্যোগী মন্ত্রণালয় হচ্ছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। অন্যদিকে, পৌরসভা গঠন ও প্রশাসনিক সদর দপ্তর স্থানান্তরের উদ্যোগী বিভাগ হচ্ছে স্থানীয় সরকার বিভাগ।

ডেঙ্গুতে মৃত্যু ৫০০ ছাড়াল

ময়মনসিংহ বিভাগে ৬১ জন এবং সিলেট বিভাগে ১১ জন ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। সবমিলিয়ে চলতি বছর ১ জানুয়ারি থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত দেশে ডেঙ্গুতে মোট ৫০২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে দুই সিটি করপোরেশনসহ শুধু ঢাকা বিভাগেই ডেঙ্গুতে ২৫১ জন মারা গেছেন। এ ছাড়া উল্লেখিত সময়ে খুলনা বিভাগে ৮৭ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৪৯ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪০ জন, বরিশাল বিভাগে ৩২ জন, রাজশাহী বিভাগে ৩১ জন, রংপুর বিভাগে ৮ জন এবং সিলেট বিভাগে ডেঙ্গুতে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে।

কুষ্টিয়া সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী

হাসপাতাল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন। পাশাপাশি জেলার ঐতিহ্যবাহী শিল্পপ্রতিষ্ঠান কুষ্টিয়া সুগার মিল লিমিটেড ও মোহিনী মিলস লিমিটেডের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং শিল্পায়নের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করবেন। দীর্ঘদিন ধরে নানা সংকট ও অব্যবস্থাপনায় কুষ্টিয়ার ঐতিহ্যবাহী শিল্পপ্রতিষ্ঠান দুটি ঘিরে স্থানীয় মানুষের প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সফরে এসব প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও পুনরায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগের সম্ভাবনা দেখছেন সংশ্লিষ্টরা। এ বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কুতুব উদ্দিন আহমেদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কুষ্টিয়া সফর এ অঞ্চলের মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনি ইশতেহারে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড ও স্বাস্থ্য কার্ডসহ দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই তিনি কুষ্টিয়ায় আসছেন। সফরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হবে। পাশাপাশি দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা কুষ্টিয়া সুগার মিল ও মোহিনী মিলসকে ঘিরে নতুন অর্থনৈতিক সম্ভাবনা তৈরি, শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর পুনরুজ্জীবন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়গুলো গুরুত্ব পাবে। আমরা আশা করছি, প্রধানমন্ত্রীর এ সফরের মধ্য দিয়ে কুষ্টিয়ার উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

মব-ট্যাগে দ্বিধাগ্রস্ত পুলিশ

ক্ষতিগ্রস্ত করলে রাষ্ট্রই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

১০ মাসে হামলায় আহত ৪৮৪ পুলিশ সদস্য : বাংলাদেশ পুলিশের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত 'ক্রাইম স্ট্যাটেস্টিকস'-এর পরিসংখ্যান অনুসারে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত ১০ মাসে বিভিন্ন স্থানে হামলার শিকার বা আহত হন অন্তত ৪৮৪ পুলিশ সদস্য। এর মধ্যে চলতি বছরের জানুয়ারিতে ৪২ জন, ফেব্রুয়ারিতে ৪২ জন, মার্চে ৬৩ জন, এপ্রিলে ৬৬ জন, মে মাসে ৫৫ জন, জুনে ৪৯ জন, জুলাইয়ে ৪২ জন, আগস্টে ৪১, সেপ্টেম্বরে ৪০ জন এবং অক্টোবরে ৪৪ জন পুলিশ সদস্য হামলায় আহত হন। এ ছাড়া গত বছর তথা ২০২৫ সালে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে হামলায় আহত হন ৬০১ জন পুলিশ সদস্য। **'বিতর্কিত কর্মকাণ্ড এড়িয়ে আইনের মধ্যে থেকে কাজ করতে হবে':** এ প্রসঙ্গে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. ওমর ফারুক বলেন, 'পুলিশ এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা যেকোনো দেশের সামাজিক নিরাপত্তা-শৃঙ্খলা অটুট রাখতে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেও পুলিশের প্রধান দায়িত্ব এর ব্যতিক্রম নয়। পাশাপাশি দীর্ঘকাল ধরেই পুলিশকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়ায় জুলাই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পুলিশকে ভয়ানক পরিস্থিতির শিকার হতে হয়। পুলিশ ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে বা করে যাচ্ছে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে অনেকটাই। কিন্তু এখনো পুলিশ সদস্যরা যদি মবের শিকার হন, হামলায় আহত-নিহত হন বা সাইবার বুলিংয়ের শিকার হনতাহলে সেটি দেশ বা সমাজের জন্য ভালো কিছু বয়ে আনবে না।' ড. ওমর ফারুক বলেন, 'বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্বার্থেই পুলিশকে টার্গেট করে অপপ্রচার চালানো হয়ে থাকে। এ জন্য পুলিশকে রাজনৈতিক বলয় থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। বিতর্কিত কর্মকাণ্ড এড়িয়ে আইনের মধ্যে থেকে কাজ করতে হবে পুলিশকে। রাষ্ট্র বা জনগণের স্বার্থে কাজ করতে হবে। এর জন্য সরকার বা রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।'

যেভাবে মব-ট্যাগ ও হামলার শিকার : স্থানীয়দের তথ্যমতে, গত ১০ নভেম্বর রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালকের কক্ষে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের দুই নেতাকে অবরুদ্ধ করে সাধারণ শিক্ষার্থীর ব্যানারে মারধর করা হচ্ছিল। ওই সময় খবর পেয়ে একদল পুলিশ সদস্য ওই দুই ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করতে গেলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। দুই ছাত্রলীগ নেতাকে বিক্ষুব্ধরা ছিনিয়ে নিয়ে 'মারধর' করতে চাইলে পুলিশ তাদের আইন হাতে তুলে নিতে বাধা দেয়। তাতেই ঘটে বিপত্তি। রাজশাহী মহানগর পুলিশের (আরএমপি) উপকমিশনার (মিডিয়া) ও গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) প্রধান মো. গাজিউর রহমানসহ তার সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের ধস্তাধস্তি হয়। যদিও সেই দুই ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ সেখান থেকে চলে যায়, কিন্তু পরে ওই ঘটনার সূত্র ধরে ডিসি গাজিউর রহমানের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংঘবদ্ধভাবে অপপ্রচার ও রাজনৈতিক ট্যাগিং দেওয়া শুরু হয়। গাজিউর রহমানকে টার্গেট করে বিভিন্ন ছবি ও ভিডিও সম্পাদনা করে ভুয়া তথ্য ছড়ানো হয় বলে জানান তার সহকর্মীরা। এমনকি এই ঘটনার পর আরএমপি কমিশনার মোহাম্মদ ফয়েজুল কবির নিজেই ডিসি গাজিউরের ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি এক অনুষ্ঠানে গাজিউর রহমানের দীর্ঘদিনের পেশাদারত্ব, সততা এবং দায়িত্বশীল ভূমিকার প্রশংসা করে বক্তব্য দেন। পাশাপাশি গাজিউর রহমানসহ টার্গেট করে পুলিশ কর্মকর্তা বা সদস্যদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তি সামাজিকযোগাযোগ মাধ্যমে পাল্টা পোস্ট দেন। সাম্প্রতিক ওই আলোচিত ঘটনা ছাড়াও গত এক মাসে দেশের বিভিন্ন স্থানে দায়িত্ব পালনকালে পুল

মালয়েশিয়াগামী কর্মীদের স্বাস্থ্য

এজেন্সির অধীনে কাজ করতে পারবে না। মালয়েশিয়ায় যাওয়ার জন্য নির্বাচিত কর্মীরা অনুমোদিত যেকোনো মেডিকেল সেন্টারে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে পারবেন। কোনো এজেন্সি মেডিকেল স্লিপ দেওয়ার পর কর্মী অন্য এজেন্সির মাধ্যমে মালয়েশিয়া যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে আগের এজেন্সিকে বিলম্ব না করে মেডিকেল রিপোর্ট পাঠাতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্লিপ প্রদানকারী এজেন্সির কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনো মেডিকেল সেন্টার নির্ধারিত ফির বেশি টাকা দাবি করলে কিংবা কর্মীদের হয়রানি বা টালবাহানা করলে তাৎক্ষণিকভাবে মন্ত্রণালয়কে জানানোর নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে। এ জন্য মন্ত্রণালয়ের ই-মেইল ঠিকানা ংবপৎবঃধৎু@ঢ়ৎড়নধংযর.মড়া.নফ-তে অভিযোগ পাঠাতে বলা হয়েছে। মাইগ্রামস (গওএজঅগঝ) স্লিপের জন্য কোনো ফি দিতে হয় না বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, অনুমোদিত মেডিকেল সেন্টারগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করা হবে। কোনো অনিয়ম বা অসংগতি পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মালয়েশিয়াগামী কর্মী, রিক্রুটিং এজেন্সি ও মেডিকেল সেন্টারগুলোকে এসব নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।

বিচারকদের জন্য ৯টি মাইক্রোবাস

রাজশাহী ও সিলেট মহানগর দায়রা জজ আদালতে এবং একটি সিলেট চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে। এ উদ্যোগের ফলে সংশ্লিষ্ট আদালতগুলোর বিচারকদের যাতায়াতের সুবিধা বাড়বে। পাশাপাশি বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা আরও জোরদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে। উদ্বোধন শেষে আইনমন্ত্রী নিবন্ধন অধিদপ্তর ও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল পরিদর্শন করেন। এ সময় আইন ও বিচার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. খাদেম উল কায়েস, নিবন্ধন অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শক শামীমা আফরোজ, বাংলাদেশ আইনগত সহায়তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. মঞ্জুরুল হোসেন, রংপুরের জেলা ও দায়রা জজ হালিম উল্লাহ চৌধুরী, আইনমন্ত্রীর একান্ত সচিব (অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ) মো. সাজ্জাদুর রহমানসহ আইন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট আদালতের বিচারকরা উপস্থিত ছিলেন।

বিজয় দিবসে দেশজুড়ে থাকবে

(১৬ নভেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে মহান বিজয় দিবস-২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রস্তুতিমূলক সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমদ। সভায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গৃহীত জাতীয় কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন এবং বিজয় দিবসের প্রতিটি অনুষ্ঠান নিরাপদ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, মহান বিজয় দিবসে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, দেশি-বিদেশি ভিভিআইপি এবং সাধারণ মানুষের সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাতায়াত ও পুষ্পস্তবক অর্পণের সময় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোরও সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর অংশ হিসেবে জাতীয় স্মৃতিসৌধ এলাকা ও প্রবেশপথগুলোতে পর্যাপ্ত সংখ্যক সিসি ও আইপি ক্যামেরা স্থাপন করা হবে। এসব ক্যামেরা ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) এবং সংশ্লিষ্ট পুলিশের নিয়ন্ত্রণকক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে, যাতে সার্বক্ষণিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা যায়। সভায় সম্ভাব্য নাশকতা, বিশৃঙ্খলা কিংবা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি প্রতিরোধে পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) এবং অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থাকে অধিকতর সতর্ক থাকার পাশাপাশি গোয়েন্দা নজরদারি জোরদারের নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ ছাড়া বঙ্গভবনে বিজয় দিবসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের দেহ ও যানবাহন তল্লাশিসহ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানেও বিশেষ নিরাপত্তা জোরদার করা হবে। বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান ঘিরে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে ঢাকা থেকে সাভারগামী প্রধান সড়ক এবং জাতীয় স্মৃতিসৌধের আশপাশে বিশেষ ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যেকোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধসহ দেশের বিভিন্ন অনুষ্ঠানস্থলে প্রয়োজনীয় জনবল ও অগ্নিনির্বাপণ গাড়ি প্রস্তুত রাখবে ফায়ার সার্ভিস। সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী, পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) মো. আলী হোসেন ফকিরসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দফতর-সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় ৬৩

উত্তীর্ণ হলেও দেশের কয়েকটি শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন করার সুযোগ না পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রমের সময়সূচির সঙ্গে বিশেষ পরীক্ষার ফল প্রকাশের সময়ের ব্যবধান থাকায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিশেষ পরীক্ষায় পাস করেও পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে না পারলে এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য পুরোপুরি বাস্তবায়িত হবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ভেদে ভিন্ন সিদ্ধান্তের কারণে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের ক্ষেত্রেও অসম সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

রাজধানীর একটি কলেজের শিক্ষার্থী সাদমান (ছদ্মনাম) এক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছেন। তার ভাষ্য, বাকি বিষয়গুলোতে ভালো ফল করলেও একটি বিষয়ে ব্যর্থতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির স্বপ্ন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বিশেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করতে না পারলে তার একটি শিক্ষাবর্ষ বাঁচানোর উদ্যোগ কাজে আসবে না। শিক্ষাবর্ষের দীর্ঘসূত্রতা কমাতে দ্রুত পরীক্ষা ও ফল প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি কার্যক্রমের সঙ্গে সমন্বয়ের ঘাটতি রয়ে গেছে। ফলে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের একাংশের জন্য উচ্চশিক্ষায় ভর্তির সুযোগ অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে।

শিক্ষা ড. মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, শুধু পরীক্ষা আয়োজন ও দ্রুত ফল প্রকাশ করলেই উদ্যোগের পূর্ণ সুফল নিশ্চিত হবে না। কেন বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী আবেদন করেননি, তাদের উচ্চশিক্ষায় যাওয়ার সুযোগ কতটা নিশ্চিত হচ্ছে এবং যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন তাদের ভর্তি প্রক্রিয়ায় কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে- এসব বিষয়ও বিবেচনায় নিতে হবে। অন্যথায় শিক্ষাবর্ষ বাঁচানোর উদ্যোগ নেওয়া হলেও বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর কাছে এর সুফল পৌঁছানো কঠিন হবে।

ডিসেম্বরেই পরীক্ষা, ফল প্রকাশের লক্ষ্য মাসের শেষে : আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সূচি অনুযায়ী, আগামী ১ ডিসেম্বর ইংরেজি পরীক্ষার মাধ্যমে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা শুরু হবে। ৫ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে আইসিটি পরীক্ষা। আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। ফল প্রকাশের লক্ষ্য ৩১ ডিসেম্বর।

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩০ ধারা মোতাবেক

ডিক্রিজারী কেন হইবে না তাহার কারণ দর্শানোর নোটিশ

জজ ও অর্থঋণ আদালত নং- ৩, ঢাকা। অর্থজারী মোকদ্দমা নং-১৪৯৯/২০২৬

CITY BANK PLC, Palmal Tower (Level 11), Plot # 55, Gulshan 1, Avenue Road, Police Station- Gulshan, Dhaka-1212. .....ডিক্রিদার

-বনাম-

MR. MD. IQBAL HOSSAIN, Son of Mr. Md.Sekandar Ali, Proprietor Of Iqbal Enterprise, Of- Shop-21, Main Road-1/3, Section -10,G Sha Ali Plaza, 54h Floor, Mirpur-10, Dhaka-1216 AND Of- House -483, Road- 03, Section-07, Pallabi, Mirpur, Dhaka-1216 AND NID: 2829404785, Contact No:01729-118111 & 01973-679323. (Borrower). .....দায়িক

এতদ্বারা উপরে বর্ণিত আপনি/আপনারা দায়িকগনকে জানানো যাইতেছে যে, বাদী/ডিক্রিদার ব্যাংক অত্র আদালতের অর্থঋণ ১৬৬৯/২০২৫ নং মোকদ্দমায় ডিক্রীকৃত টাকা আদায়ের নিমিত্তে অত্র আদালতে অর্থজারী ১৪৯৯/২০২৬ নং মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। ডিক্রীদার পক্ষ আপনাদের নিকট পাওনা বিগত ৩১/০৮/২০২৬ ইং তারিখ পর্যন্ত **৭,০৫,০৭৫.৩৯/- (সাত লক্ষ পাঁচ হাজার পঁচাত্তর দশমিক তিন নয়) টাকা মাত্র** এবং মোকদ্দমার খরচ ও মোকদ্দমার পরবর্তী সুদ আদায়ের জন্য উল্লেখিত মোকদ্দমা অত্র আদালতে দায়ের করেছেন।

আপনি/আপনাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত উপরোক্ত মোকদ্দমায় ধার্য্য **আগামী ১৭/১১/২০২৬ ইং** তারিখ আপনি সকাল ৯.০০ ঘটিকার মধ্যে আপনি/আপনারা স্বয়ং বা নিয়োজিত আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে উপস্থিত হইয়া প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। অন্যথায় আপনি/আপনাদের অনুপস্থিতিতেই অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর বিধান অনুযায়ী উপরোক্ত মামলাটি নিষ্পত্তি হইবে।

আদালতের আদেশক্রমে- সেরেস্তাদার, অর্থঋণ আদালত নং-৩, ঢাকা।

AFFIDAVIT OF MARRIAGE

We 1. MD NURUL HAQUE, Date of Birth: 15th November, 1998, Son of Kunur Ali & Nureja Begam, of Permanent Address: No. 96, K. No. 49/1/96, 4th Cross, Venketadari Lake, Parappana Agrahara, Bengaluru, Karnataka, India-560100, Present Address: Katrasin, Shibalaya, Uthli-1853, Manikganj, Passport NO .- AE850327, Nationality by Birth Indian, Religion by Birth Muslim. AND

2. IRIN AKTER, Date of Birth: 11th May, 1996, Daughter of Md Farukh Hossain & Nargis Begum, of Permanent Address: Katrasin, Shibalaya, Uthli-1853, Manikganj, Religion by faith- Islam, Nationality- Bangladeshi, Passport No .- A00552601 do hereby solemnly affirm and declare as follows:

1. That we are adults and we obtained majority long ago. On the other hand, we acquired well educated so that we can understand what is good and what is bad for us.
2. That we came across to each other and as such we made ourselves well acquainted to each other and we began to love each other causing we are mutually accepted as a husband and wife and we are lead our conjugal life peacefully.
3. That we are marrying together and our marriage took place today the as per provision of Muslim Shariat Marriage law.
4. That we enter into marital relation of our will & full consent without being influence by any quarters whatsoever.
5. That we are legally married husband and wife from today and we wish to continue our family life for the remaining period of a Hence we are husband & wife.
6. The dower amount for our marriage has been fixed at Tk. 3,00,000/- (Three Lac only).
7. That this marriage is correct and genuine to be accepted where necessary.

MD NURUL HAQUE
IRIN AKTER

ভুয়া তথ্য ও আপত্তিকর কনটেন্ট

অপতথ্য ও বিভ্রান্তিকর কনটেন্টের বিস্তার রোধে সরকার কাজ করছে। তিনি বলেন, 'আমরা খুব শিগগিরই এ বিষয়ে একটি আইন করব। এই সংসদেই আইনটি নিয়ে আসব। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নানা ধরনের আপত্তিকর ও বিভ্রান্তিকর কনটেন্ট ছড়িয়ে পড়ছে। এগুলো কীভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়, সে বিষয়েও আমরা কাজ করছি। মন্ত্রী জানান, বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রতিদিনই নানা অভিযোগ ও প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছেন। সরকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এ ধরনের কনটেন্ট বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করবে।

আওয়ামী লীগের কোনো কার্যক্রম

সরকার বাক্স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। কোনো সংবাদ প্রচারের জন্য সরকার কখনো চাপ দেয়নি। একইভাবে কোনো সংবাদ প্রত্যাহারের জন্যও কোনো এজেন্সি চাপ দেয়নি। তিনি আরও বলেন, গত ১৭ বছরে অনেক গণমাধ্যম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের গুম ও তুলে নেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। তবে বর্তমান সরকার এমন কোনো কাজ করবে না। এ সময় তিনি সবাইকে ফ্যাসিবাদকে প্রশ্রয় না দেওয়ার আহ্বান জানান। বৈঠকে তথ্য প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, সরকার জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিত করেছে। এ ক্ষেত্রে অনলাইন গণমাধ্যম যে ভূমিকা রেখেছে, তা সরকার সব সময় অব্যাহত দেখতে চায়।

জিয়াউল আহসানের বিচার হবে

কনফারেন্সের মাধ্যমে হাজির করা হবে। তিনি আরও বলেন, এটি শুধু জিয়াউল আহসানের ক্ষেত্রে নয়। আদেশে বলা আছে এ মামলার যে কোনো আসামী দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকলে বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করলে তাহলে যে কোনো আসামিই এ আদেশের মাধ্যমে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিচার কার্যে অংশ নিতে পারবে। এখন থেকে শাপলা চত্বর মামলায় জিয়াউল আহসানকে ভার্চুয়ালি হাজির করা হবে। অন্য কোনো আসামি আসতে না চাইলে, লম্বা সময় অনুপস্থিত থাকলে বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করলে তার ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হবে। এর আগে সোমবার (১৬ নভেম্বর) দুপুর প্রেস ব্রিফিংয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম এ বিষয়ে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করার কথা জানিয়েছিলেন। আমিনুল ইসলাম তখন বলেছিলেন, জিয়াউল আহসান যেসব মামলার আসামি সেসব মামলার কার্যক্রমে তিনি ও তার আইনজীবী বোন বাধার সৃষ্টি করছেন।

সিসিইউ থেকে কেবিনে স্থানান্তর

সম্পন্ন করেন। উল্লেখ্য, দেশের বাইরে চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ থাকলেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী দেশেই চিকিৎসা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

শেখ হাসিনার ইস্যুতে আনুষ্ঠানিক

আনুষ্ঠানিক কোনো শর্ত দেওয়া হলে সরকার তা বিবেচনা করবে। গণমাধ্যমে এ বিষয়ে কী প্রকাশিত হয়েছে, সেটিকে গুরুত্ব দেওয়ার কিছু নেই। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'শেখ হাসিনা ইস্যুর চেয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'অতীতে আওয়ামী লীগ দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়েছে, বর্তমানে একই ধরনের কর্মকাণ্ড করছে দলটি।

চার মাসে জুতা রপ্তানি বেড়েছে

করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। রপ্তানিমুখী অন্যান্য শিল্পকেও বন্ড সুবিধার আওতায় আনার উদ্যোগের ফলে এ খাতের উদ্যোক্তাদের কাঁচামাল আমদানি ও উৎপাদন কার্যক্রম সহজ হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজারে চীনের সঙ্গে মূল্য প্রতিযোগিতা থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের বাজারে বাংলাদেশের জুতার ক্রয়াদেশ বাড়ছে। পাশাপাশি চলতি অর্থবছরে প্রথমবারের মতো মেক্সিকোতে জুতা রপ্তানি শুরু হয়েছে। ফলে প্রচলিত বাজারের পাশাপাশি নতুন নতুন বাজারেও বাংলাদেশের জুতার প্রবেশ ঘটছে। ইনভেস্ট বাংলাদেশের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের চামড়ার জুতার উল্লেখযোগ্য রপ্তানি বাজার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া ও কানাডা। অন্যদিকে চামড়াবিহীন জুতার উল্লেখযোগ্য বাজারের মধ্যে রয়েছে স্পেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, ইতালি ও জার্মানি। এসব বাজারের পাশাপাশি মেক্সিকোসহ নতুন গন্তব্যে রপ্তানি শুরু হওয়ায় বাংলাদেশের জুতা শিল্পের বাজার সম্প্রসারণের সুযোগ বাড়ছে। চামড়াবিহীন জুতা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এনপলি ফুটওয়্যার গত অর্থবছরে ৩ কোটি ৮০ লাখ ডলারের জুতা রপ্তানি করেছে, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ১২ শতাংশ বেশি। প্রতিষ্ঠানটির কারখানায় বর্তমানে প্রতিদিন ১৪ হাজার জোড়া জুতা উৎপাদিত হচ্ছে। ক্রয়াদেশ বাড়ায় আগামী মাস থেকে নতুন শিফট চালু এবং অতিরিক্ত দেড় হাজার কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে। অন্যদিকে ফাইভ-আর ফুটওয়্যার চলতি অর্থবছরে মেক্সিকোর বাজারে জুতা রপ্তানি শুরু করেছে। বিশ্ববাজারে চামড়াবিহীন জুতার চাহিদা বাড়ছে। এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে আগামী বছরগুলোতে এ ধরনের জুতা রপ্তানিতে আরও উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব বলে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মনে করছেন। তবে এ জন্য বন্ড সুবিধাসহ ব্যবসায়িক কার্যক্রমের বিদ্যমান জটিলতা দূর করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন তারা। ওয়ার্ল্ড ফুটওয়্যার ইয়ারবুক ২০২৬-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে বাংলাদেশ প্রায় ৫৫ কোটি ৪০ লাখ জোড়া জুতা উৎপাদন করেছে। এ হিসাবে বিশ্বে জুতা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান সপ্তম। উৎপাদন সক্ষমতা, নতুন বিনিয়োগ, পণ্যের বৈচিত্র্য এবং আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রেতাদের আগ্রহ কাজে লাগাতে পারলে দেশের জুতা রপ্তানি আরও সম্প্রসারণের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

অর্থ পাচারে বিশ্বে শীর্ষে থাকতে পারে

সেগুলো কোন দেশে, কার কাছে এবং কীভাবে স্থানান্তর করা হয়েছে, তা শনাক্ত করতে হবে। এরপর সংশ্লিষ্ট দেশের আদালতে প্রমাণ করতে হবে যে, এসব সম্পদ অবৈধভাবে অর্জিত। পুরো প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ এবং আইনি জটিলতায় ভরা। ফরহানুল গনি চৌধুরী জানান, দেওয়ানি প্রক্রিয়ায় সম্পদ পুনরুদ্ধারে তিন থেকে পাঁচ বছর লাগতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনতে পাঁচ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত সময় প্রয়োজন হতে পারে। সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান উপস্থিত ছিলেন।

ছয় ঘটনার তিনটির অগ্রগতি : পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে গঠিত টাস্কফোর্সের কার্যক্রমের অগ্রগতি তুলে ধরে ফরহানুল গনি চৌধুরী বলেন, প্রথম ধাপে বাছাই করা ছয়টি ঘটনার মধ্যে তিনটির কাজ অনেকটা এগিয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে আরও প্রায় ৪০টি ঘটনা বাছাই করা হয়েছে। তিনি জানান, ২০২৪ সালের অক্টোবরে টাস্কফোর্স গঠনের পর প্রথমে ফৌজদারি প্রক্রিয়ায় কাজ শুরু হয়। পরে গত বছর ব্যাংকগুলোকে সরাসরি যুক্ত করে দেওয়ানি প্রক্রিয়ায় সম্পদ উদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ব্যাংকগুলো যে অর্থ হারিয়েছে, তা উদ্ধারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে সামনে রেখেই দেওয়ানি আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। প্রথম ধাপে বড় অঙ্কের খেলাপি ঋণের ঘটনাগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত দুটি ঘটনায় ব্যাংকের দেওয়া ঋণ, জামানত ও ব্যক্তিগত গ্যারান্টির নথিপত্র বিদেশে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য যথেষ্ট মানসম্পন্ন বলে মত দিয়েছে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো। দ্বিতীয় ধাপে ঘটনা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে খেলাপি ঋণের পরিমাণ অন্তত ২০০ কোটি টাকা কি না, অর্থ বিদেশে চলে যাওয়ার বিষয়ে ব্যাংকের কাছে তথ্য রয়েছে কি না এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মালিক বিদেশে অবস্থান করছেন কি না। এ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গোপনীয়তা চুক্তি হওয়ার পর ঋণসংক্রান্ত নথিপত্র সরবরাহ করা হবে। এসব নথি পর্যালোচনা করে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো দেখবে, আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার মতো যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে কি না এবং মামলা পরিচালনার জন্য অর্থায়ন পাওয়া সম্ভব কি না।

মামলার খরচ দেবে তৃতীয় পক্ষ : বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদের সন্ধান, সেগুলো জব্দ এবং আদালতে আইনি লড়াই চালাতে কয়েক মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত ব্যয় হতে পারে। এই বিপুল ব্যয় মেটাতে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে মামলার অর্থায়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান ফরহানুল গনি চৌধুরী। তিনি বলেন, এ ব্যবস্থায় ব্যাংকগুলোকে শুরুতে কোনো অর্থ ব্যয় করতে হবে না। সম্পদ উদ্ধার করা সম্ভব হলে উদ্ধার করা অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ পাবেন মামলার অর্থায়নকারীরা। শিকদার গ্রুপের সম্পদ উদ্ধারে এ ধরনের একটি চুক্তির অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর পরিচালনা পর্ষদ এ বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে। বর্তমানে প্রয়োজনীয় আইনি নথি তৈরির কাজ চলছে।

বিদেশে ১৯ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দের আদেশ কার্যকর হয়নি : সম্প্রতি জাতীয় সংসদে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, প্রায় ৭৭ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে জানতে চাইলে ফরহানুল গনি চৌধুরী বলেন, জব্দ করা সম্পদের মধ্যে প্রায় ৫৮ হাজার কোটি টাকা দেশের ভেতরে রয়েছে। বাকি প্রায় ১৯ হাজার কোটি টাকার সম্পদ বিদেশে। এসব সম্পদ জব্দের আদেশ বাংলাদেশের আদালত দিয়েছেন। তবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোতে এখনো এসব আদেশ কার্যকর হয়নি। তিনি জানান, বাংলাদেশের পারস্পরিক আইনি সহায়তার অনুরোধের (এমএলএআর) ভিত্তিতে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিদেশে কিছু সম্পদ সাময়িকভাবে জব্দ করা হয়েছে। তবে এসব সম্পদের পরিমাণ প্রকাশ করেননি তিনি। জব্দাদেশ বহাল রাখতে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো বাংলাদেশের কাছে আরও তথ্য চেয়েছে। উদাহরণ হিসেবে সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর যুক্তরাজ্যে থাকা প্রায় ২৫ কোটি পাউন্ডের সম্পদ জব্দের কথা উল্লেখ করেন তিনি। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এসব সম্পদ জব্দের তথ্য প্রকাশ করেছে। সম্পদগুলোর বিষয়ে সেখানে আইনি প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এদিকে বাংলাদেশ থেকে তথ্য পাঠাতে দেরি হওয়ায় সাময়িকভাবে জব্দ করা অর্থ অন্য দেশে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছিল। তবে ৩০ দিন পর ওই অর্থ সংশ্লিষ্ট দেশ থেকে অন্য দেশে সরিয়ে নেওয়া হয়। সেই অর্থের সন্ধানে এখনো কাজ চলছে। তবে কী পরিমাণ অর্থ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং কোন কোন দেশের মাধ্যমে তা স্থানান্তর করা হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাননি তিনি।

তথ্য আদান-প্রক্রিয়ায় জটিলতা : বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ উদ্ধারে বিভিন্ন দেশের আইনি প্রক্রিয়া ও তথ্য চাওয়ার ধরন এক রকম নয় বলে জানান ফরহানুল গনি চৌধুরী। তিনি বলেন, আইনি সহায়তা চাওয়ার ক্ষেত্রে একেক দেশের চাহিদা একেক রকম। সে অনুযায়ী অনুরোধপত্র তৈরি করতে হয়। পাশাপাশি কূটনৈতিক চ্যানেলে অনুরোধ পাঠানোর ক্ষেত্রে দেশের ভেতরে যে সময় লাগে, তা কমানোর উপায়ও খোঁজা হচ্ছে। টাস্কফোর্সের কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়মিত প্রকাশ না করার বিষয়ে তিনি বলেন, অর্থ পাচার অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। তদন্তের প্রতিটি তথ্য ও অগ্রগতি প্রকাশ করা হলে পাচারের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা আগেভাগেই সতর্ক হয়ে নতুন কৌশল নিতে পারেন। এতে পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণে প্রয়োজনীয় তথ্য গোপন রেখেই সম্পদ উদ্ধারের কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

সন্ত্রাস-নাশকতা ঠেকাতে খুলনায়

পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায়। বোমাটি বিস্ফোরিত হলে আশপাশে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তবে এতে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। স্থানীয় লোকজন ও পুলিশের তৎপরতায় দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। সোমবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে কেসিসি প্রশাসক নজরুল ইসলাম মঞ্জু বলেন, সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। জাতীয় পর্যায়ে সংবাদ তৈরি এবং জনমনে আতঙ্ক ছড়ানোর লক্ষ্যেও এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হতে পারে। তিনি আরও বলেন, খুলনায় সন্ত্রাস দমনে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সরকারকে বলা হয়েছে। সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ায় তারাও এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারে। তবে নেপথ্যে যে কারণই থাকুক, সাধারণ মানুষের মধ্যে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়ানোই এসব ঘটনার উদ্দেশ্য বলে তিনি মনে করেন। কেসিসি প্রশাসক জানান, গত সপ্তাহে খুলনার জুলাই স্মৃতিস্তম্ভেও দুর্বৃত্তরা পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করেছিল। ওই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। খুলনা

সম্পাদকীয়

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে জোড়ালো পদক্ষেপ নিতে হবে

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ যতই সভ্যতার পথে অগ্রসর হচ্ছে ততই মানব সভ্যতা এক ভয়াবহ সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। এমনই এক সমস্যা হল পরিবেশ দূষণ। এর মধ্যে একটি হলো শব্দ দূষণ। মানুষের সহন ক্ষমতার অতিরিক্ত যে সুর বর্জিত কর্কশ শব্দ পরিবেশ, মানুষের শরীর ও মনের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে তাকে শব্দ দূষণ বলে। শব্দ দূষণের ফলে যে প্রভাব গুলি আমরা দেখতে পাই তা খুবই ক্ষতিকারক পরিবেশের ক্ষেত্রে এবং মানুষের ক্ষেত্রে। শব্দ দূষণের মাত্রা নির্ণয় বিভিন্ন সংস্থায় বিভিন্নভাবে দিয়েছেন। তার মধ্যে ডঐঙ এর মতে অথবা ঈচঈই(সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড) এর মতে নির্ধারিত শব্দের মাত্রা ৭০ফই। তবে বর্তমানে শব্দ দূষণের মাত্রা ৭০ ফই এর থেকে অনেক বেশি হচ্ছে। শব্দ দূষণ পরিবেশের এক চরম বিরক্তিকর উপাদান। জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় হুমকি এই শব্দ দূষণ। আমাদের দেহের যথেষ্ট সংবেদী অঙ্গ কান। উচ্চ শব্দ আমাদের কানের পর্দাকে অনেক জোরে ধাক্কা দেয়। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে এই উচ্চ শব্দের কারণে আমাদের কানের পর্দা নষ্টও হয়ে যেতে পারে। আর কানের পর্দা নষ্ট হওয়া মানে হচ্ছে চিরকালের জন্য কানে না শোনা। উচ্চ শব্দে গান শুনতে খুবই মজা লাগে বা কানে হেডফোন লাগিয়ে অনেক জোরে গান শোনার অভ্যাসটা আমরা বদলাইতে পারি না ! কিন্তু আমরা কি জানি এর প্রতিক্রিয়া কতোটা মারাত্মক ? আমরা আসলে ক্ষণিকের আনন্দের জন্য আমাদের জীবনের অনেক বড় বিপদ ডেকে আনছি। একটা পরীক্ষায় দেখা গেছে উচ্চ শব্দযুক্ত পরিবেশে যারা বসবাস করে বা কাজ করে তাদের শ্রবণ শক্তি দশ বছরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক হ্রাস পায়। শব্দদূষণের কারণে শুধু শ্রবণশক্তিই নয়, উচ্চরক্ত চাপ, মাথাধরা, অজীর্ণ, পেপটিক আলসার, অনিদ্রাসহ নানা রকম মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত শব্দদূষণে শিশুদের বুদ্ধিমত্তা নষ্ট হয়, সন্তানসম্ভবা মায়েদের যেকোনো ধরনের উচ্চ শব্দ মারাত্মক ক্ষতিকর। বাংলাদেশে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে যে বিধিমালা রয়েছে সেখানে বিস্তারিত বলা আছে কোন এলাকায়, দিনের কোন সময়ে, কোন ধরনের শব্দের মাত্রা কেমন হবে। তা না মেনে চললে সাজার বিধানও রয়েছে। শব্দদূষণ রোধে যানবাহনের হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার বন্ধ ও বিভিন্ন উৎস থেকে উৎপন্ন হওয়া শব্দ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত দিকনির্দেশনা শব্দদূষণকে নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হবে।

শব্দ দূষণ পরিবেশের এক চরম বিরক্তিকর উপাদান। জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় হুমকি এই শব্দ দূষণ। আমাদের দেহের যথেষ্ট সংবেদী অঙ্গ কান। উচ্চ শব্দ আমাদের কানের পর্দাকে অনেক জোরে ধাক্কা দেয়।



৯ ফুট লম্বা রয়্যাল এনফিল্ড, নজর কাড়ছে দৈত্যাকার ডিজাইন!

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক :

রয়্যাল এনফিল্ডের বাইক মানেই আলাদা আকর্ষণ। শক্তিশালী ইঞ্জিন, ভারী গড়ন আর স্বতন্ত্র ডিজাইনের কারণে এই ব্র্যান্ডের বাইকের প্রতি অনেকেরই বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। তবে এবার আলোচনায় এসেছে একেবারে ভিন্ন ধরনের একটি রয়্যাল এনফিল্ড। সাধারণ বাইকের তুলনায় আকারে অনেক বড় এই কাস্টম বাইকটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৯ ফুট। বিশেষ করে এর বিশাল পেছনের চাকা নজর কাড়ছে সবার। ভারতের মুম্বাইভিত্তিক কাস্টম বাইক নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মারাঠা মোটরসাইকেল তৈরি করেছে এই বিশেষ বাইকটি। রয়্যাল এনফিল্ডের একসময়ের জনপ্রিয় ৫০০ সিসির মডেলকে ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে এর নতুন সংস্করণ। প্রতিষ্ঠানটি বাইকটির নাম দিয়েছে রয়্যাল এনফিল্ড মোনার্ক। মোনার্কে ব্যবহার করা হয়েছে রয়্যাল এনফিল্ডের ৫০০ সিসির ইঞ্জিন। তবে এটি ক্লাসিক ৫০০, নাকি বুলেট ৫০০ মডেলের ইঞ্জিন, তা স্পষ্ট করা হয়নি। ইঞ্জিনে কোনো পরিবর্তন আনা হয়েছে কি না, কিংবা এটি কত হর্সপাওয়ার ও টর্ক তৈরি করে, সে বিষয়েও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। বাইকটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক এর চাকার আকার। পেছনে রয়েছে ৩১০/৩৫ সেকশনের জ১৮ টায়ার। এত বড় চাকা বসানোর জন্য বাইকের ফ্রেম ও চ্যাসিসে বিশেষ পরিবর্তন করতে হয়েছে। সামনে ব্যবহার করা হয়েছে ১২০/৭০ সেকশনের জ২৩ টায়ার। রয়্যাল এনফিল্ডের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বাইকটির দৈর্ঘ্য ৯ ফুট। এতে সামনে কাস্টম সাসপেনশন এবং পেছনে ডুয়াল মোনোশক সাসপেনশন রয়েছে। মোনার্কের জ্বালানি ট্যাংক, ট্যাংক ক্যাপ, সাইড প্যানেল ও পেছনের ফেন্ডারসহ বেশ কিছু অংশ হাতে তৈরি করা হয়েছে। এ ছাড়া এতে রয়েছে কাস্টম গ্রিপ, ক্রোম ফুটপেগ, লিভার এবং এলইডি বার-এন্ড ইন্ডিকেটর। আলোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এলইডি হেডলাইট ও টেললাইট।

নিরাপত্তার জন্য রয়েছে ডুয়াল ডিস্ক ব্রেক। বাইকটির বাইরের সাজে ব্যবহার করা হয়েছে পার্ল ব্ল্যাক ও মেটালিক রেড রং। এর সঙ্গে রয়েছে সিলভারের ছোঁয়া এবং বডি প্যানেলে সোনালি পাতার নকশা। নির্মাতাদের দাবি, বাইকটির নকশা ও নির্মাণকাজ শেষ করতে কয়েক হাজার ঘণ্টা সময় লেগেছে। সব মিলিয়ে, প্রচলিত রয়্যাল এনফিল্ডের চেনা গড়ন থেকে বেরিয়ে এসে মোনার্ককে একেবারে আলাদা রূপ দিয়েছেন নির্মাতারা। বিশেষ করে ৯ ফুট দৈর্ঘ্য এবং বিশাল পেছনের চাকা কাস্টম বাইকের দুনিয়ায় এটিকে দিয়েছে স্বতন্ত্র পরিচিতি।

একবার চার্জে ৯ ঘণ্টা চলবে নতুন ইয়ারবাড

তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক :

নতুন ওপেন-ইয়ার ইয়ারবাড আনছে শাওমি। শাওমি ক্লিপ নামের এই ইয়ারবাডে থাকছে ক্লিপের মতো ডিজাইন, উন্নত সাউন্ড প্রযুক্তি এবং সর্বোচ্চ ৩৮ ঘণ্টার ব্যাটারি ব্যাকআপ। এমনকি হারিয়ে গেলে খুঁজে পেতেও সাহায্য করবে অ্যাপলের ফাইন্ড মাই ফিচার।

শাওমি তাদের গ্লোবাল ওয়েবসাইটে নতুন ইয়ারবাডটির বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেছে। কানের বাইরের অংশে ক্লিপের মতো আটকে থাকবে এটি। ফলে সাধারণ ইয়ারবাডের মতো কানের ভেতরে ঢোকানোর প্রয়োজন হবে না। প্রতিটি ইয়ারবাডের ওজন মাত্র ৫.৫ গ্রাম। এতে টাইটানিয়ামের তার দিয়ে তৈরি বিশেষ ব্রিজ ব্যবহার করা হয়েছে, যা কানে ভালোভাবে আটকে থাকতে সাহায্য করবে।

শাওমি ক্লিপে রয়েছে ১১ মিলিমিটারের ডায়নামিক ড্রাইভার। এতে এলএইচডিসি ৫.০, এএসি ও এসবিসি অডিও কোডেক সমর্থন করে। পাশাপাশি রয়েছে হাই-রেস অডিও ওয়্যারলেস সার্টিফিকেশন। ব্লুটুথ ৫.৪ প্রযুক্তির মাধ্যমে ফোনের সঙ্গে সংযুক্ত হবে ইয়ারবাডটি। একই সময়ে দুটি ডিভাইসের সঙ্গেও যুক্ত রাখা যাবে। কলের সময় ভালো শব্দ পাওয়ার জন্য এতে চারটি মাইক্রোফোন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বোন কন্ডাকশন প্রযুক্তির মাইক্রোফোন। বাতাসের শব্দ কমানোর পাশাপাশি এআই প্রযুক্তির সাহায্যে বাইরের অপ্রয়োজনীয় শব্দও কমাতে পারবে। ফলে ফোনে কথা বলার সময় অপর প্রান্তের ব্যক্তি তুলনামূলক পরিষ্কার আওয়াজ শুনতে পারবেন।

ব্যাটারির দিক থেকেও বেশ ভালো সুবিধা দিচ্ছে শাওমি ক্লিপ। প্রতিটি ইয়ারবাডে রয়েছে ৬০ এমএএইচ ব্যাটারি। চার্জিং কেসে রয়েছে ৫১০ এমএএইচ ব্যাটারি। সংস্থার দাবি, একবার চার্জে ইয়ারবাডটি সর্বোচ্চ ৯ ঘণ্টা চলবে। চার্জিং কেসসহ পাওয়া যাবে মোট ৩৮ ঘণ্টার ব্যাকআপ। তবে এলএইচডিসি ৫.০ চালু থাকলে ব্যাকআপ কমে একবার চার্জে ৬ ঘণ্টা এবং কেসসহ ২৫ ঘণ্টা হবে। মাত্র ১০ মিনিট চার্জ দিলেই পাওয়া যাবে সর্বোচ্চ সাড়ে ৩ ঘণ্টা ব্যবহারের সুবিধা।

জাতীয় কৃষি দিবস

বাণিজ্যিক কৃষিতে বিপ্লব ঘটাবে টিস্যু কালচার

টিস্যু কালচারের বৈশিষ্ট্য হলোড়১. এটি একটি পরীক্ষাগারভিত্তিক পদ্ধতি ২. কোষের পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার ক্ষমতা বা টটিপোটেন্সি ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ৩. উদ্ভিদের বর্ধনশীল অংশ বা ভাজক কলা ব্যবহার করা হয়।

ফসল উৎপাদনের পূর্বশর্ত হলো গুণগত মানের বিশুদ্ধ বীজ বা রোগ ও পোকামাকড় মুক্ত উচ্চফলনশীল জাতের গাছের চারা। শুধু বিশুদ্ধ বীজ বা চারা ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের ফলন ১৫-২০ শতাংশ বাড়ানো যায়। ফসলের স্বাদ এবং গুণগতমানও উন্নত মানের চারা ও বীজের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। এ কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে চীন, ভারত, থাইল্যান্ড, জাপান ও ফিলিপাইনসহ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে সবচেয়ে বেশি চারা তৈরি করা হয়। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশ গবেষণাগারে উন্নত জাতের ফুল, ফল ও ঔষধি গাছের রোগমুক্ত চারা উৎপাদনে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে। শুধু চারা উৎপাদনই নয়, উৎপাদিত এসব চারা বিদেশে রফতানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে থাইল্যান্ডের মতো দেশ। চীন ও ভারত টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে কলা, আলু, বাঁশ ও বিভিন্ন সবজির চারা উৎপাদনে এগিয়ে আছে। আর অর্কিড ও ফুল জাতীয় উদ্ভিদের চারা উৎপাদনে বিখ্যাত দেশ হলো ইংল্যান্ড ও জাপান। ফিলিপাইন ও ভিয়েতনাম ফল ও বাণিজ্যিক কৃষিপণ্যের চারা উৎপাদনে বেশ বিনিয়োগ করেছে। ১৯০১ সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী মরগান সর্বপ্রথম প্রতিটি সজীব উদ্ভিদকোষের সম্পূর্ণ উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার ক্ষমতা আছে বলে ধারণা করেন এবং এ ক্ষমতাকে টটিপোটেন্সি বলে। ১৯২০ সালে গোটলিয়ের হ্যাবারল্যান্ডট সর্বপ্রথম টিস্যু কালচার পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এজন্য তাকে টিস্যু কালচারের জনক বলা হয়। সংক্ষেপে বলা যায়, টিস্যু কালচার হলো একটি আধুনিক জীবপ্রযুক্তি। এ পদ্ধতিতে কোনো অঙ্গ, মুকুল বা টিস্যুর ক্ষুদ্র অংশ জীবাণুমুক্ত কৃত্রিম পুষ্টির মাধ্যমে (ভিটামিন, হরমোন ও খনিজ লবণযুক্ত জেল) বর্ধিত করে হুবহু মাতৃগুণ সম্পন্ন অসংখ্য নতুন চারা উৎপাদন করা হয়। টিস্যু কালচারের বৈশিষ্ট্য হলোড়১. এটি একটি পরীক্ষাগারভিত্তিক পদ্ধতি ২. কোষের পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হওয়ার ক্ষমতা বা টটিপোটেন্সি ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত ৩. উদ্ভিদের বর্ধনশীল অংশ বা ভাজক কলা ব্যবহার করা হয়। টিস্যু কালচার পদ্ধতির সুবিধাগুলো হলোড়১. অল্প সময় ও অল্প জায়গা ব্যবহার করে হাজার হাজার চারা তৈরি করা যায় ২. রোগমুক্ত ও মানসম্মত চারা পাওয়া যায় ৩. যেকোনো মৌসুমে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি করা সম্ভব ৪. বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ সংরক্ষণ করা যায়।

টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশে বর্তমানে কলা, আনারস, স্ট্রবেরি, ড্রাগন ফল, অর্কিড, লিলিয়াম, জারবেরা, স্টেভিয়া ও পেঁপেসহ উচ্চমূল্যের বিভিন্ন ফুল, ফল ও শোভাবর্ধক উদ্ভিদের রোগমুক্ত চারা উৎপাদন হচ্ছে। ফলে কৃষক তুলনামূলক উন্নত মানের চারা পাচ্ছেন। টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি কাম হর্টিকালচার সেন্টার স্থাপন ও উন্নয়ন প্রকল্প কেওয়াটখালী পরিদর্শনে দেখা যায়, সেখানে সাদা অ্যাপ্রোন ও মাস্ক পরে জীবাণুমুক্ত পরিবেশে কৃষি বিজ্ঞানীরা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। সারি সারি কাচের বোতলে সংরক্ষিত রয়েছে ক্ষুদ্র উদ্ভিদ টিস্যু। কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে, এটি দেশের বাণিজ্যিক কৃষির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে এবং আর্থিক উন্নয়নের দ্বার খুলে দিয়েছে। সারা বিশ্বেই বাণিজ্যিক কৃষিতে টিস্যু কালচার পদ্ধতি ব্যবহার হচ্ছে। বাংলাদেশ বিলম্বে হলেও সে পথেই অগ্রসর হচ্ছে।

৩০-৪০ বছর আগে বাংলাদেশকে বিদেশ থেকে প্রচুর ভাইরাস মুক্ত আলুবীজ আমদানি করতে হতো। তখন এক কোটি টন আলু বাংলাদেশে উৎপাদিত হতো না। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও গবেষক ড. এম মনজুর হোসেন উদ্ভিদ টিস্যু কালচার ও বায়োটেকনোলজি ব্যবহার করে বাংলাদেশে স্ট্রবেরির দুটো নতুন জাত, টিস্যু কালচারভিত্তিক বীজ আলু এবং জারবেরা জাতের ফুলের চারা উৎপাদনের মাধ্যমে কৃষিতে বিপ্লব ঘটান। তার এ অসাধারণ অবদানের জন্য তিনি মহাত্মাগান্ধী শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। অধ্যাপক ড. এম মনজুর হোসেন বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান বিজ্ঞানী ও গবেষক। বাংলাদেশে স্ট্রবেরি চাষের উদ্ভাবক হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত। তিনি সোমাক্লোনাল ভেরিয়েশন পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশে চাষ উপযোগী রাবি-১, রাবি-২ ও রাবি-৩ নামে তিনটি স্ট্রবেরির জাত উদ্ভাবন করেন। ২০০৭ সালে তিনি প্রথম টকটকে লাল রঙের লোভনীয় ফল স্ট্রবেরি চাষের উদ্ভাবন করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে লাভজনক হচ্ছে রাবি-২ জাতের স্ট্রবেরি। তিনি ১৯৯৬ সালে দেশে প্রথম টিস্যু কালচারের মাধ্যমে বীজ আলু উৎপাদন করেন। রাজশাহীর পদ্মা আবাসিক এলাকায় একটি বাড়িতে কম খরচে রেইনবো টিস্যু কালচার নামে ল্যাব স্থাপন করেন। তিনি টিস্যু কালচারের মাধ্যমে রোগমুক্ত আলুবীজ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করেন।

ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল উপজেলার তিনবার জাতীয় পদকপ্রাপ্ত একজন নার্সারি মালিক মো. ফরিদ হোসেন বাংলাদেশ সরকারের নার্সারি মালিকদের প্রতিনিধি হিসেবে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে ২০০৬ সালে চীন ভ্রমণকালে টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে রোগমুক্ত চারা উৎপাদন ও রফতানি প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। তার সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, চীনে ২৫ একর জমিতে স্থাপিত একটি বিশাল টিস্যু কালচার ল্যাব থেকে বছরে কোটি কোটি রোগমুক্ত চারা উৎপাদন করে বিদেশে রফতানি করা হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের 'টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি কাম হর্টিকালচার সেন্টার স্থাপন উন্নয়ন প্রকল্প'-এর আওতায় বর্তমানে ময়মনসিংহ, মাদারীপুর ও বগুড়ায় তিনটি আধুনিক টিস্যু কালচার ল্যাব রয়েছে। এছাড়া দেশের আটটি জেলায় নতুন ল্যাব নির্মাণের কাজ চলছে। প্রতিটি ল্যাবের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০-১২ লাখ চারা। সব ল্যাব পূর্ণ ক্ষমতায় চালু হলে বছরে এক কোটি রোগমুক্ত চারা উৎপাদন সম্ভব হবে। এতে ফসলের ফলন বাড়বে। গুণগতমানের উন্নয়ন হবে। রোগমুক্ত উৎপাদিত চারা বিদেশে রফতানির সুযোগ সৃষ্টি হবে। এক কথায় টিস্যু কালচার বাংলাদেশের বাণিজ্যিক কৃষিতে এক নবদিগন্তের সৃষ্টি করবে।

টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উচ্চ চিনি আহরণযুক্ত আখ গাছের রোগমুক্ত মানসম্মত চারা তৈরি সম্ভব। এ পদ্ধতিতে মাতৃগাছের মূল বৈশিষ্ট্য টিকিয়ে রেখে স্বল্প সময়ে প্রচুর চারা উৎপাদন করা যায়। তবে সরাসরি টিস্যু কালচার করলেই চিনির পরিমাণ বাড়ে না। এর জন্য উচ্চ চিনি উৎপাদনকারী নির্দিষ্ট জাতের কোষ বা টিস্যু নির্ধারণ করতে হয় অথবা জিনগত পরিবর্তনের সহায়তা নিতে হয়। তবেই ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ামুক্ত চারা পাওয়া যায়। আসল গাছের মিষ্টির মতো গুণগত মান বজায় থাকে। স্বল্প সময়ে হাজার হাজার চারা তৈরি করা সম্ভব হয়।

টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত জি-৯ জাতের কলা এরই মধ্যে দেশের কলাচাষীদের মধ্যে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার বেশ কয়েকজন চাষী এ জাতের কলার চাষ করে বেশ লাভবান হয়েছেন। তাদের একজন বলেন, 'সাধারণত কলার প্রতিটি ছড়িতে যেখানে ১৩০-১৬০টি কলা থাকে, সেখানে জি-৯ জাতের কলার প্রতিটি ছড়িতে ২৫০-৩০০টি কলা থাকে। তবে পাকা অবস্থায় জি-৯ কলার রঙ সবুজ থাকার কারণে হলুদ সাগর কলার চেয়ে এ জাতের কলার দাম কম।' একজন কলা বিক্রেতা বলেন, 'সাগর কলার হালি ৩০ টাকা হলে জি-৯ কালার হালি হয় ২০ টাকা।'

বগুড়ার শাহজাহানপুরে 'গ্রিন ওয়ান' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উৎপাদিত প্রায় দেড় হাজার জারবেরা জাতের চারা লাগিয়েছিলেন, তার ব্যয় হয় ৪২ হাজার টাকা। এখন তিনি প্রতি সপ্তাহে ১২-১৫ হাজার টাকার ফুল বিক্রি করে বেশ লাভবান হচ্ছেন। ওই উদ্যোক্তা বলেন, 'বাংলাদেশে উৎপাদিত একটি জারবেরা ফুলের চারা ৩০ টাকায় পাওয়া যায় আর ভারত থেকে তা আমদানি করতে খরচ হয় ৪০ টাকা।'

টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে উৎপাদিত রোগমুক্ত সমগুণসম্পন্ন ও উন্নতমানের চারার বাণিজ্য দ্রুত বর্ধনশীল একটি কৃষি জৈবপ্রযুক্তির বাজার। বর্তমানে এ বৈশ্বিক বাজারের আকার ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। এটি প্রধানত ফল, ফুল, আলুবীজ ও ঔষধি উদ্ভিদের বাণিজ্যিক চাহিদার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ামুক্ত উদ্ভিদের নিশ্চয়তা পাওয়ায় কৃষকরা প্রাচীন পদ্ধতির চেয়ে টিস্যু কালচার চারার দিকে ঝুঁকছেন। আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল না হওয়ায় বিদ্যমান পরিবেশে নিয়মিত সারা বছরই চারা উৎপাদন ও সরবরাহ করা সম্ভব।

কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রবেশ এখন আর শখের বিষয় নয়, প্রয়োজন

একটা সময় ছিল যখন নারী সংসার সামলাতেন, টাকা আয়ের দায়িত্ব ছিল পুরুষের। পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তিটি যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন সংসার চালনার সব দায়িত্ব উনি একা হাতেই সামলেছেন। কিন্তু যেদিন উনি নাবালক সন্তান এবং স্ত্রীকে ছেড়ে চলে গেলেন, সেদিনই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে সেই পরিবারের। কারণ কোনো টাকা-পয়সা না রেখে, সংসারের প্রধান চলে গেলেন অসময়ে। সেইসময় আয়ের সংস্থান না থাকা সেই পরিবারের গৃহিনীর পক্ষে সংসার চালিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠে। দেশে এরকম ঘটনা একটি নয়, অসংখ্য। শুধু একজনের আয়ের ওপর নির্ভরশীল পরিবারগুলো এইভাবেই বিপদে পড়ে। অন্যদিকে যে নারী সম্পূর্ণভাবে স্বামীর আয়ের ওপর নির্ভরশীল, যাকে ধনসম্পদ নিয়ে ভাবতে হয়নি, যাকে স্বামী চাকরি করতে দেয়নি ভালবেসে; তাকেও মাঝেমধ্যে বিপদে পড়তে হতে পারে। কিন্তু যখন কোনও কারণে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ভেঙে যায়, তখন স্ত্রী ও তার সন্তানদের জীবনেও অন্ধকার নেমে আসতে পারে। আসলে সংসারে স্বামী-স্ত্রীর এই সম্পর্কটা যেমন শক্ত, তেমনি ততোটাই ভঙ্গুর। তাছাড়া গত ২০ থেকে ২৫ বছরে আমাদের জীবনযাত্রার ব্যয় এতোটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে এখন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোতে একজনের আয়ে সংসার চালানোটা, রীতিমতো চ্যালেঞ্জিং। কাজেই শুধু একজনের আয়ে সংসার চালানোর চিন্তা থেকে পরিবার ও সমাজ ধীরে ধীরে বের হয়ে আসতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে মেয়েরা শিক্ষায় এগিয়ে যাচ্ছে এবং মোট শিক্ষার্থীর প্রায় অর্ধেকই নারী। পোশাকশিল্পসহ অনেকগুলো খাতে নারীরা কাজ করছেন সমানতালে। নারীর আয় এখন আর সেকেন্ডারি বিষয় না, এটি অপরিহার্য। শুধু পারিবারিক ও সামাজিক প্রয়োজনে নয়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যও নারীর আয় দরকার। ব্যক্তিগত বিপদের কথা মাথায় রেখেও নারীর কর্মজগতে স্থায়ী হওয়া উচিত। যদিও দুর্ভাগ্যজনকভাবে দেশে সংখ্যায় এবং কর্মক্ষমতার দিক থেকে নারী বেশি হলেও, শ্রমে সুযোগ কম। এছাড়া যেসব খাতে নারীর কাজের মজুরি ও পদ এবং ক্ষমতা পুরুষের সমান, সেইসব কাজ থেকে নারী ছিটকে পড়ছেন। বাংলাদেশের অর্থনীতির ৮০ শতাংশের বেশি অনানুষ্ঠানিক খাত এবং এইসব খাতে নারীই বেশি যুক্ত, যা উন্নয়নের পথে বড় বাধা বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করেন। ঠিক এরকম একটা পরিস্থিতিতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম এক অনুষ্ঠানে বলেছেন স্বামী-স্ত্রী দুজনের চাকরি করা তার ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ নয়। একজন চাকরি করলে পরিবারের জন্য ভালো হয়। উনি যুক্তি দিয়েছেন, বাবা-মা দুজনই চাকরি করলে এর প্রভাব সন্তানদের ওপর পড়ে। প্রথম কথা, তিনি এমন একটা দলের প্রতিমন্ত্রী, যে দলের সাবেক চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তার ছিল দীর্ঘ রাজনৈতিক নেতৃত্বের ইতিহাস। দ্বিতীয়ত প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে থেকে সরকারি অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্য কি ওনার ব্যক্তিগত মন্তব্য বলে ধরে নেয়া যায়? আর তৃতীয়ত, এই 'ব্যক্তিগত বক্তব্য' তার দলের নির্বাচনী ইশতেহার ও দলীয় অবস্থানের সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রতিমন্ত্রীর এই মন্তব্যে ইতোমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে, কর্মজীবী নারীর দায়িত্ব নিয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গি কি নারীর বিরুদ্ধে যাচ্ছে না? বিশেষ করে যে সময়ে নারীর কর্মসংস্থান বাড়ানো এবং কর্মক্ষেত্রকে নারীবান্ধব করার চেষ্টা চলছে বহু বছর থেকে, সেখানে এ ধরনের বক্তব্য কতটা যৌক্তিক? প্রতিমন্ত্রীর ধারণা যে ভুল এবং প্রাচীন, সে কথার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। একথা ঠিক যে শিক্ষিত মা অবশ্যই সন্তান প্রতিপালনের জন্য খুবই ইতিবাচক একটি শর্ত। তবে উচ্চশিক্ষিত কর্মজীবী মা যে সন্তান প্রতিপালনে ব্যর্থ, পারিবারিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছেনড়এর কোনো পরিসংখ্যান কেউ দেখাতে পারবেন না। এটা সমাজের প্রচলিত ধারণা। শুধু পুরুষ নয়, নারীদের মধ্যেও এই ধারণা রয়েছে। অথচ এখন গুরুত্বপূর্ণ হলোড়নারীর চাকরি শুধু নারীর ব্যক্তিগত বিষয় নয়; এটি পরিবারের অর্থনীতি, জাতীয় উৎপাদনশীলতা এবং সামাজিক উন্নয়নের বিষয়। শিক্ষায় অগ্রগতির পরও শ্রমবাজারে উচ্চশিক্ষিত নারীর সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অনেক কম। নারী গ্র্যাজুয়েটদের বেকারত্বের হার পুরুষ সহপাঠীদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। কর্মক্ষেত্রে নারীর এই পিছিয়ে পড়া নিয়ে অনেক দিন ধরেই বিভিন্ন পরিসরে আলোচনা চলছে। প্রতিমন্ত্রীর এই "ব্যক্তিগত মত" নারীর বেকারত্বকে আরো উৎসাহিত করতে পারে বলে আশংকা হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের উচ্চশিক্ষিত নারীদের মাত্র ৫ শতাংশ কর্মজীবী। অথচ দেশের উচ্চশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩৫ শতাংশ নারী। শুধু তা-ই নয়, একই শ্রমবাজারে কাজ করে পুরুষের তুলনায় গড়ে ২২ থেকে ২৫ শতাংশ কম মজুরি পান নারীরা। পুরুষের সমান পড়াশোনা করেও নারীরা কীভাবে এতটা পিছিয়ে গেলেন? কী দায়ী এর জন্য? বাংলাদেশে নারীরা চাকরি ও শ্রমবাজারে পিছিয়ে থাকার বিষয়টি শুধু শিক্ষা বা যোগ্যতার ঘাটতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এর পেছনে অনেকটাই দায়ী হচ্ছে, 'নারী ঘর দেখবেন আর সন্তান সামলাবেন' টাইপ পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা। সরকারকে ভেবে দেখতে হবে, নারীশিক্ষায় সরকার যে বিনিয়োগ করছে, তার সুফল সরকার কতটা চায়? একটি দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক যদি শিক্ষা গ্রহণের পরও শ্রমবাজারে সমভাবে অংশ নিতে না পারেন, তাহলে সেই দেশের মানবসম্পদের পূর্ণ সুফল পাওয়া কঠিন। সমাজের একটা বড় অংশ এখনও মনে করেন, শিক্ষিত হলেই নারীকে যে কাজ করতে হবে, এমন নয়। শিক্ষিত মা ভালোভাবে সন্তান মানুষ করতে পারেন। কাজেই অনেকে পড়ালেখা শেষে সংসার, স্বামী ও সন্তান লালন-পালন করতে গিয়ে নিজের ক্যারিয়ারকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। সমাজ মনে করে, এরাই শ্রেষ্ঠ মা। ছোটবেলা থেকেই একটি মেয়েকে সাধারণত শুনতে হয়, মেয়েদের আসল দায়িত্ব সংসার। চাকরি করলেও সংসারটা যেন ঠিক থাকে। এই দ্বৈত প্রত্যাশা নারীর ওপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করে। সমাজের চাপিয়ে দেওয়া এসব ধারণা ধীরে ধীরে নারীর ভেতরেও ঢুকে যায়। এই ধারণার কারণে অনেক নারী নিজেকে একজন সফল চাকরিজীবী না ভেবে সফল মা ও দায়িত্ব পালনকারী স্ত্রী হিসেবেই দেখতে ভালোবাসেন। অনেকের ধারণা, চাকরিজীবী মায়েদের সন্তান ঠিকমতো মানুষ হয় না। নারী ও পুরুষ দুজনেই গৃহে 'মজুরিহীন' কাজ করেন। কর্মজীবী বা শ্রমজীবী নারী বাইরের কাজ করে বাসায় ফিরে সপ্তাহে গড়ে ২৭ দশমিক ৭ ঘণ্টা গৃহস্থালির কাজ করেন। পুরুষদের ক্

স্ত্রীর মৃত্যুর পর কেন নেহরু কোটে তাজা গোলাপ গুঁজে রাখতেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। স্বাধীনতার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে ভারত। অবসান হতে চলেছে প্রায় ২০০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের। দিল্লিতে তখন বসেছে ভারতের গণপরিষদের বিশেষ অধিবেশন। উঠে দাঁড়ালেন সুদর্শন এক ব্যক্তি। তিনি যে ভাষণ দিলেন, তা আজও স্মরণীয়। বললেন, 'আমাদের এমন এক স্বাধীন ভারত গড়ে তুলতে হবে, যেখানে তার সব সন্তান নিরাপদ আশ্রয় পাবে।' মানুষটি বাবা মতিলাল নেহরু ও মা স্বরূপরানির চোখের মণি 'জওহর', রাজনৈতিক সহকর্মীদের কাছে 'পণ্ডিত নেহরু', আর শিশু-কিশোরদের কাছে প্রিয় 'নেহরু চাচা'। তিনি জওহরলাল নেহরু-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম পুরোধা, স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, আরও সহজ করে বললে, মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পাশে দাঁড়ানো ইন্দিরা গান্ধীর বাবা। ভারতকে আজ বলা হয় বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। তবে স্বাধীনতার প্রাক্কালে নেহরুর দেখা সেই স্বপ্ন অনুযায়ী ভারত কতটা সব নাগরিকের আশ্রয় হয়ে উঠতে পেরেছে, তা বিজেপি সরকারের আমলে এসে বড় এক প্রশ্ন। সেই স্বপ্ন পূরণ হোক বা না হোক, ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামে নেহরুর অবদান কখনোই ম্লান হওয়ার নয়। আর যে গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ভারত গড়ে তোলার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, তা আজও বহু ভারতীয়ের কাছে আদর্শ।

জটিলতায় না গিয়ে মূল প্রসঙ্গে আসা যাক। আজ ১৪ নভেম্বর, জওহরলাল নেহরুর জন্মদিন। এক-দুই নয়, ১৩৭ বছর আগে-১৮৮৯ সালের এই দিনে তাঁর জন্ম। চলুন ফিরে যাওয়া যাক ইতিহাসের পাতায়। জেনে নেওয়া যাক, বিত্তশালী পরিবারে জন্ম নিয়ে, বিদেশে পড়াশোনা করেও কীভাবে নেহরু স্বাধীনতার সংগ্রামে জড়িয়ে পড়লেন? কেন তাঁকে কারাগারে কাটাতে হয়েছিল ৩ হাজারের বেশি দিন? প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর ১৭ বছর কেমন ছিল? কেমনই-বা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন? নিতে ১৯৫৪ সালে একটি ইচ্ছাপত্র লিখে গিয়েছিলেন নেহরু। তাতে বলা হয়েছিল, মৃত্যুর পর তাঁর চিতাভস্মের একমুঠো যেন গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। আর বাকি অংশ যেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ফসলের খেতের ওপর বিমান থেকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে তা দেশের ধুলো-মাটির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায়। ছেলেবেলা থেকেই বইপোকা, শার্লক হোমসের ভক্ত। নেহরুর জন্ম উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদে। বাবা মতিলাল নেহরু ছিলেন প্রখ্যাত আইনজীবী ও রাজনীতিক। মা স্বরূপরানি এসেছিলেন এক সম্ভ্রান্ত কাশ্মীরি পরিবার থেকে। মতিলাল ছিলেন অত্যন্ত বিত্তশালী।

চার ঘণ্টা পর যুক্তরাষ্ট্রে ফ্লাইট চলাচল শুরু

কারণ জানালেন পরিবহনমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :



যুক্তরাষ্ট্রের সব বিমানবন্দরে আবার উড়োজাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার হোয়াইট হাউসে প্রেস ব্রিফিংয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফি এ কথা জানান। শন ডাফি বলেন, প্রায় চার ঘণ্টা পর যুক্তরাষ্ট্রের আকাশপথে আবার উড়োজাহাজ চলছে। 'পুরানো হার্ডওয়্যারের কারণে' এমন বিপর্যয় হয়েছে বলে তিনি জানান।

শন ডাফি বলেন, দেশজুড়ে রাডার, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কেন্দ্রগুলোতে আমরা অস্থিতিশীলতার মুখোমুখি হয়েছি। রাউটার থেকে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য আসতে শুরু করায় যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) সারা দেশে ফ্লাইট চলাচল সাময়িক বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়।

পরিবহনমন্ত্রী শন ডাফি আরও জানান, উড়োজাহাজের উড্ডয়ন সাময়িক বন্ধ হওয়ার জেরে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে আট হাজারের বেশি ফ্লাইটের চলাচল বাতিল করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা এপির বরাতে আলজাজিরার প্রতিবেদনের খবর, টেলিযোগাযোগব্যবস্থায় বিভ্রাটের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের ২২টি আঞ্চলিক উড়োজাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রের কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ঘটনায় দেশটিতে ১৫ লাখের বেশি যাত্রী ভ্রমণে বিঘ্নের মুখে পড়েছেন।

শন ডাফি তাদের উড়োজাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত পুরানো বলে মন্তব্য করেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, রাউটারগুলোর ওপর 'তথ্যের অতিরিক্ত চাপ' পড়ে গিয়েছিল। এর ফলে সেগুলো থেকে প্রাপ্ত তথ্যে 'অসামঞ্জস্যতা' দেখা দেয়।

মার্কিন পরিবহনমন্ত্রী কংগ্রেসের (যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ) কাছে অত্যাধুনিক উড়োজাহাজ চলাচল ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেওয়ার দাবি জানান।

শন ডাফি জানান, যুক্তরাষ্ট্রের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল সিস্টেম ঢেলে সাজানোর জন্য ৫০ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দ প্রয়োজন। সাইবার হামলা নাকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) কোনো ত্রুটির কারণে এ বিপর্যয় ঘটেছে–এর আগে এমন আভাস নাকচ করে দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি মার্কওয়েন মুলিন। তিনি বলেন, কোনো সাইবার হামলা হয়নি এবং এ ঘটনার সঙ্গে মাইক্রোসফট বিপর্যয়ের কোনো সম্পর্ক নেই।

হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইংয়ের বাইরে মুলিন সাংবাদিকদের আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোনো হুমকির ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের আকাশপথে চলাচলের এ বিপর্যয়ের ঘটনা প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অবহিত করা হয়েছে বলেও জানান মুলিন। স্থানীয় সময় শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) দেশটির সব বিমানবন্দর থেকে ফ্লাইট ওড়া বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। 'অস্বাভাবিক পরিস্থিতি' ও নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা জারি রাখা হয়। এর আগে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ফ্লাইটের উড্ডয়ন বন্ধের নির্দেশ প্রায় দেড় ঘণ্টা (৯৫ মিনিট) কার্যকর ছিল। শুক্রবারের নিষেধাজ্ঞা সেই সময়সীমা ছাড়িয়ে গেছে।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া দপ্তরও দেশজুড়ে ইন্টারনেট ও যোগাযোগের সমস্যার কথা জানিয়েছে। এর ফলে সংস্থাটির ওয়েবসাইটে থাকা তথ্য দেখা না-ও যেতে পারে। আবার পুরোনো তথ্যও দেখাতে পারে। সমস্যা সমাধানে প্রযুক্তিবিদেরা কাজ করছেন বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

ভারতের আসামে বাস-ট্রাক সংঘর্ষে নিহত অন্তত ২৪

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :

ভারতের আসামে কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানসংলগ্ন মহাসড়কে কনটেইনারবাহী ট্রাক ও যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষের পর দুর্ঘটনাস্থলে ভিড় করেছেন স্থানীয় লোকজন

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামে বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষে অন্তত ২৪ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ১১ জন। রাজ্যটির কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যানের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। ইউনেসকোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত এ উদ্যানের কাছে দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের জোরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজন কলেজশিক্ষার্থী রয়েছেন বলে জানিয়েছেন আসামের পল্লী উন্নয়নবিষয়ক মন্ত্রী অতুল বোরা। তবে তাঁদের পরিচয় এখনো প্রকাশ করা হয়নি। অতুল বোরা বলেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, দুর্ঘটনার সময় যান দুটির কোনো একটি অতিরিক্ত গতিতে চলছিল। তবে তিনি বলেন, 'তদন্তের পরই দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানা যাবে।' ভারতে প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় হাজারো মানুষের মৃত্যু হয়। ২০২৩ সালে দেশটিতে সড়ক দুর্ঘটনায় ১ লাখ ৭২ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ৪৭৪ জন বা প্রায় প্রতি তিন মিনিটে একজনের মৃত্যু হয়।আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলেন, 'এ প্রাণহানির ব্যাপকতা আমাদের সবাইকে নাড়া দিয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'এ মুহূর্তে আমাদের সবচেয়ে বড় অগ্রাধিকার হলো, আহত ব্যক্তিরা যাতে কোনো বিলম্ব ছাড়াই সর্বোচ্চ চিকিৎসাসেবা পান, তা নিশ্চিত করা।'

ভারতে প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় হাজারো মানুষের মৃত্যু হয়। ২০২৩ সালে দেশটিতে সড়ক দুর্ঘটনায় ১ লাখ ৭২ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে ৪৭৪ জন বা প্রায় প্রতি তিন মিনিটে একজনের মৃত্যু হয়।

ফ্লাইট উড্ডয়ন বন্ধ ঘোষণা

ট্রাম্পকে ব্রিফ, যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আপাতত কোনো হুমকি নেই

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :

যুক্তরাষ্ট্রের আকাশপথে উড়োজাহাজ চলাচল বন্ধের ঘটনায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে অবহিত করা হয়েছে। দেশটির হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি মার্কওয়েন মুলিন বলেছেন, এ ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোনো হুমকির ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। তবে যোগাযোগব্যবস্থায় বিপর্যয়ের কারণ এ পর্যন্ত জানা যায়নি। বিষয়টি পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। সাইবার হামলা নাকি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) কোনো ত্রুটির কারণে এ বিপর্যয় ঘটেছে, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মুলিন বলেন, 'এই মুহূর্তে কোনো সম্ভাবনাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।' তবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোনো হুমকির ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি।

হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইংয়ের বাইরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় মুলিন আরও বলেন, 'জনসাধারণের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।' মুলিন জানান, যুক্তরাষ্ট্রের দুটি অঞ্চলে যোগাযোগব্যবস্থা পুরোপুরি সচল রয়েছে। অর্থাৎ যোগাযোগব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েনি। তবে ওই দুটি অঞ্চল কোথায়, তা তিনি জানাননি। এর আগে মুলিন বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। আকাশে থাকা সব উড়োজাহাজের অবস্থানও জানা গেছে।

কলকাতায় এবার মসজিদ নয়

বিরিয়ানি রেস্তোরাঁর জায়গায় শিব মন্দির থাকার দাবি বিজেপি নেতার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :

ভারতে এত দিন মসজিদের নিচে মন্দির আছে এই অভিযোগ উঠছিল। এবার অভিযোগ উঠল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতায় শিব মন্দির সরিয়ে নাকি বিরিয়ানির দোকান তৈরি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, কলকাতার বিখ্যাত বিরিয়ানি রেস্তোরাঁ আরসালান নাকি মন্দিরের জমি দখল করে এবং শিবলিঙ্গ সরিয়ে সেখানে তৈরি করা হয়েছে।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে কলকাতাজুড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক তৎপরতা। যদিও রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

দক্ষিণ কলকাতার কসবা থানায় দায়ের করা একটি লিখিত অভিযোগকে কেন্দ্র করে ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে। বিজেপি নেতা সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, কসবায় আরসালান রেস্তোরাঁ-র ঠিক পাশেই একটি প্রাচীন শিব ও হনুমান মন্দির ছিল। রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ সেই মন্দিরের জমি দখল করে নিজেদের পরিসর বাড়িয়েছে এবং মূল কাঠামোর ওপর বেআইনি অবকাঠামো নির্মাণ করেছে।

ফিচার

বাইক্কা বিলের পরিযায়ী পাখি দেখতে কীভাবে যাবেন

ভ্রমণ ডেস্ক

ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে শুরু করেছে পরিযায়ী পাখি। সাইপ্রাসের মতো দেশ যখন বরফের আস্তরণে আবৃত, তখন সে দেশের পাখিরা এ দেশ ভ্রমণে শত শত মাইল পথ পাড়ি জমায়। আর রং-বেরঙের পরিযায়ী পাখির কলকাকলিতে মুখর হয়ে ওঠে বাংলার খাল-বিল ও প্রকৃতি।

ঋতু বৈচিত্র্যে বাংলায় এখন পৌষ মাস। শীতের শুরু। কুয়াশায় মোড়ানো সকালে ভেসে আসা কিচিরমিচির যেন বিস্তৃত এক জলাশয়ের গল্প বলে। 'বাইক্কা বিল' নাম তার। যে জলাশয়ে সুন্দর সময় কাটাচ্ছে পরিযায়ী পাখির দল। হাজারও মাইল পাড়ি দেওয়ার একটাই কারণ একটু উষ্ণতা।



বাইক্কা বিল চায়ের স্বর্গরাজ্য শ্রীমঙ্গলের হাইল হাওরের পূর্বদিকের ১০০ হেক্টর আয়তনের একটি জলাভূমির নাম। শ্রীমঙ্গল থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে ও হাইল হাওরের দিকে ১০০ হেক্টর জলাভূমি নিয়ে অপরূপ সৌন্দর্যের এই বাইক্কা বিল গঠিত।

শীতে বাইক্কা বিলের মূল আকর্ষণ পরিযায়ী পাখি ? বিলের শুরুতেই দেখা যাবে দলে দলে বেগুনি কালেম ? পাশেই হয়তো দেখবেন ছোট পানকৌড়ি বা বড় পানকৌড়ির দল ? শুধু পাখিই নয়, জলাশয়ে আছে অসংখ্য প্রজাতির মাছ।

এছাড়া এই বিলের দাপুটে পাখিরা হলো শঙ্খচিল, ভুবন চিল, পালাসী কুড়া ঈগল, গুটি ঈগল ইত্যাদি। শীতের এ মৌসুমে আরও দেখা যায় বিল সরালি, মরচেরং ভূতি হাঁস, গিরিয়া হাঁসের ভেসে বেড়ানো। শীতের এ সময়টাতে



বাইক্কা বিল যেন স্নিগ্ধতার এক রূপ ধারণ করেছে। সত্যিই অসাধারণ সেই রূপ। প্রতিটা মুহূর্তই রোমাঞ্চকর। তাই তো মানুষের বিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হয়ে ওঠেছে এই বাইক্কা বিল।

পরিযায়ী পাখি দেখতে বাইক্কা বিলে এরই মধ্যে সকাল-বিকেল আসতে শুরু করেছে পর্যটক। সাধারণত নভেম্বর মাসের শুরু থেকেই বাইক্কা বিলে অতিথি পাখির সংখ্যা বাড়তে থাকে।

তবে এবার ডিসেম্বরে বেড়েছে। সকালবেলা পাখিগুলো বিলের পাড়ের কাছাকাছি অবস্থান করে। রোদ বাড়তেই তারা পাড় থেকে দূরের দিকে সরে যায়। তখন তারা শাপলা-শালুকের ঘন আড়ালে লুকোচুরি করে।

উষ্ণতা বাড়লে পরিযায়ী পাখিরা আবার ফিরতে শুরু করবে নিজ দেশে। ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে নিজ ভূমিতে যাওয়ার জন্য পাড়ি দিবে লম্বা পথ। তবে নিরাপদ ভেবে যে তারা এই বাংলায় আসলো সেটা কি এই পরিযায়ীদের জন্য কল্যাণকর হয়েছে!

শিকারির ফাঁদে পড়ে প্রতি বছর এসব পরিযায়ী পাখির সংখ্যা কমছে। প্রকৃতি হারাচ্ছে তার নিজস্ব রূপ, বিলুপ্ত হচ্ছে নানা প্রজাতির পাখি। তাই প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অতিথি পাখিদের নিরাপত্তা দেয়া জরুরি।

যারা রাজধানী থেকে বাইক্কা বিল ঘুরে আসতে চান তাদের ট্রেনে কিংবা বাসে শ্রীমঙ্গল যেতে হবে। ঢাকার কমলাপুর থেকে সিলেটগামী উপবন, জয়ন্তিকা, পারাবত ও কালনি এক্সপ্রেস ট্রেনে শ্রীমঙ্গল যেতে পারবেন। শ্রেণিভেদে ভাড়া পড়বে ২৪০-১০০০ টাকা পর্যন্ত। এছাড়া হানিফ, এনা, শ্যামলী ও সিলেট এক্সপ্রেসের বাসে চড়ে শ্রীমঙ্গল যেতে পারবেন। শ্রীমঙ্গল গিয়ে ইজিবাইক, অটোরিকশা করে সহজে বাইক্কা বিল ঘুরে আসতে পারবেন।

চিজ ব্রেডের রেসিপি

বাড়িতে বিকেলের নাশতায় নতুন কিছু বানাতে চাইলে চিজ ব্রেড ট্রাই করে দেখতে পারেন। অল্প সময়ে যে কেউ বানিয়ে নিতে পারবেন এমন ব্রেড। রেসিপি দিয়েছেন নাজিয়া ফারহানা

উপকরণ

ময়দা ২ কাপ
ইনস্ট্যান্ট ইস্ট ১ চা-চামচ
চিনি ১ টেবিল চামচ
লবণ আধা চা-চামচ
কুসুম গরম দুধ ৩/৪ কাপ
মাখন ২ টেবিল চামচ
মোজারেলা চিজ আধা কাপ
চেডার চিজ সিকি কাপ
পারমেজান চিজ সিকি কাপ
মিক্সড হার্বস আধা চা-চামচ

প্রণালি

ময়দা, ইস্ট, চিনি, লবণ ও দুধ দিয়ে ডো তৈরি করুন। মাখন মিশিয়ে ৮-১০ মিনিট মথে ১ ঘণ্টা ঢেকে রাখুন। তিন ধরনের চিজ ও হার্বস মিশিয়ে ডোর মধ্যে পুর দিন। ব্রেডের আকার দিয়ে আরও ২০ মিনিট রেখে দিন। ১৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ২৫-৩০ মিনিট বেক করুন। হয়ে গেলে গরম-গরম পরিবেশন করুন।



প্যান ফ্রায়েড বিফ মোমোর রেসিপি

প্যান ফ্রায়েড বিফ মোমোর রেসিপি দিয়েছেন সেলিনা আক্তার

ডো তৈরির উপকরণ

ময়দা: ১ কাপ
কর্নফ্লাওয়ার: সিকি কাপ
লবণ: সিকি চা-চামচ
পানি: পরিমাণমতো
তেল: ১ চা-চামচ

প্রণালি

ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার ও লবণ একসঙ্গে মিশিয়ে অল্প অল্প পানি দিয়ে নরম ও মসৃণ ডো তৈরি করুন। শেষে ১ চা-চামচ তেল মাখিয়ে ২০ মিনিট ঢেকে রেখে দিন।

পুর তৈরির উপকরণ

গরুর কিমা ১ কাপ, স্প্রিং অনিয়নকুচি আধা কাপ, আদাকুচি ১ চা-চামচ, রসুনকুচি ১ চা-চামচ, কাঁচা মরিচকুচি ১ চা-চামচ, সয়া সস ১ টেবিল চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, গলানো মাখন ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, তেল ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি

তেল ছাড়া ওপরের সব উপকরণ খুব ভালো করে হাত দিয়ে মেখে নিন। তৈরি করা ডো দিয়ে মোমো শিট তৈরি করে নিন। ভেতরে পুর ভরে পছন্দমতো আকার দিয়ে বানিয়ে রাখুন। প্যানে এক টেবিল চামচ তেল দিয়ে মোমোগুলো দিন, মোমোর নিচের অংশে হালকা রং ধরে এলে আধা কাপ স্টক বা পানিতে এক চা-চামচ কর্নফ্লাওয়ার গুলে ঢেলে দিয়ে ভেজে নিন। হয়ে এলে পরিবেশন করুন।



পুরান ঢাকায় সকালের অন্য রকম নাশতার ৫ দোকান

পুরান ঢাকার সকালের সঙ্গে ঢাকার অন্য এলাকার সকাল মেলানো কঠিন। এখানে ভোর মানেই মানুষের কোলাহলে এক ভিন্ন আমেজ। অলিগলির খাবারের দোকানগুলো খুলে যায়। কোথাও কড়াইয়ে ফুলে ওঠে গরম লুচি, চুল্লিতে তৈরি হয় গরম বাকরখানি, কোথাও বিরিয়ানির হাঁড়ি থেকে ছড়িয়ে পড়ে মসলার সুবাস। আবার কোথাও এক গ্লাস মাঠা কিংবা ধোঁয়া ওঠা এক বাটি নেহারিতে শুরু হয় সকাল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এসব খাবারের স্বাদ ও ঐতিহ্য ধরে রেখেছে পুরান ঢাকার বেশ কিছু পুরোনো প্রতিষ্ঠান। সময়ের সঙ্গে শহর বদলালেও বদলায়নি এসব খাবারের প্রতি মানুষের টান। পুরান ঢাকার এমনই পাঁচটি খাবারের দোকান ঘুরে স্বাদ, ঐতিহ্য ও সকালের ব্যস্ততার গল্প জানাচ্ছেন তারেক হাসান সরকার

চৌরঙ্গী রেস্তোরাঁ

নর্থব্রুক হল রোডের ৪৭ নম্বরের চৌরঙ্গী রেস্তোরাঁয় সকালে গেলে চোখে পড়বে পুরোনো দিনের নাশতার আয়োজন। শত বছরের বেশি সময় ধরে পরিচিত এই রেস্তোরাঁর অন্যতম আকর্ষণ লুচি ও ডাল।



জার্মানি ম্যাচ থেকে ছিটকে গেলেন ডি ইয়ং

স্পোর্টস ডেস্ক

চোটের কারণে উয়েফা নেশন্স লিগে জার্মানির বিপক্ষে নেদারল্যান্ডসের ম্যাচে খেলতে পারবেন না বার্সেলোনা মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং।

গ্রিসের বিপক্ষে ৭-০ গোলের জয়ের ম্যাচে নেদারল্যান্ডসকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ডি ইয়ং। তবে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করায় বিরতির সময়ই তাকে তুলে নেওয়া হয়।

ম্যাচ শেষে ডাচ কোচ শাভি হার্নান্দেস অবশ্য বিষয়টি গুরুতর নয় বলেই জানিয়েছিলেন। পরবর্তী ম্যাচে এই মিডফিল্ডারকে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন তিনি।

তবে এখন নিশ্চিত হওয়া গেছে, সোমবার রাতে ইয়ুর্গেন ক্লপের দলের বিপক্ষে মাঠে নামা হচ্ছে না ডি ইয়ংয়ের।

নেদারল্যান্ডস ফুটবল ফেডারেশনের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, "ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং সামান্য শারীরিক অস্বস্তিতে ভুগছেন এবং জার্মানির বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচে তিনি খেলতে পারবেন না। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, তিনি দলের সঙ্গে বার্লিনে যাবেন না। ম্যাচটি তার ফেরার জন্য বড্ড তাড়াতাড়ি হয়ে যায়।"

স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনা এখন আশা করছে, এটি কেবলই সতর্কতামূলক সিদ্ধান্ত এবং ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে নিজেদের পরবর্তী ম্যাচেই ডি ইয়ংকে ফিরে পাবে তারা।

চোটের কারণে ২০২৬-২৭ মৌসুমের শুরুতেও মাঠের বাইরে ছিলেন ডি ইয়ং। চলতি মৌসুমে বার্সেলোনার জার্সিতে এখন পর্যন্ত মাত্র চারটি ম্যাচ খেলতে পেরেছেন ২৭ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার।

মেসির রেকর্ড ভাঙার দ্বারপ্রান্তে মদরিচ

স্পোর্টস ডেস্ক

আন্তর্জাতিক ফুটবলকে কদিন আগেই বিদায় বলেছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি লিওনেল মেসি। এই মহাতারকার বিদায়ের পর এবার তাঁর একটি রেকর্ড ভাঙার কাছে আছেন ক্রোয়েশিয়ার অধিনায়ক লুকা মদ্রিচ।

আন্তর্জাতিক ফুটবলের অন্যতম এক ঐতিহাসিক রেকর্ডের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন মদরিচ। দেশের হয়ে তাঁর ম্যাচসংখ্যা এখন ২০৭টি। ওয়েম্বলিতে নেশনস লিগের ম্যাচে ইংল্যান্ডের কাছে ক্রোয়েশিয়া ২-১ গোলে হেরে গেলেও, এই ম্যাচেই লিওনেল মেসির আন্তর্জাতিক ম্যাচসংখ্যার রেকর্ড ছুঁইছুঁই অবস্থায় চলে আসেন এই মিডফিল্ডার।

ম্যাচের ৭৬তম মিনিটে জোসিপ মিশিচের বদলি হিসেবে মাঠে নেমে ক্রোয়েশিয়ার জার্সিতে ২০৭তম ম্যাচ খেলে ফেলেন মদরিচ।

এর ফলে আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসির চেয়ে তিনি এখন মাত্র এক ম্যাচ দূরে আছেন। গত মাসেই আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানানো মেসি দেশের হয়ে মোট ২০৮টি ম্যাচ খেলেছেন। আর এই তালিকার সবার ওপরে থাকা পর্তুগালের অধিনায়ক ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোর আন্তর্জাতিক ম্যাচসংখ্যা ২৩৪টি।

মেসি ও রোনালদো আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন, তাই মদরিচের সামনে এখন সর্বকালের রেকর্ডটি নিজের করে নেওয়ার দারুণ সুযোগ তৈরি হয়েছে।



যেই ভুলে বিদায় নিয়েছে বাংলাদেশ

স্পোর্টস রিপোর্টার

৮৫ মিনিট পর্যন্ত গোলশূন্য সমতা নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়ছিল বাংলাদেশ। কিন্তু গোলরক্ষক মেহেদী হাসান শ্রাবণের ভুলে বল পেয়ে দুজনের মাঝ দিয়ে গোল করেছেন পাকিস্তানের আব্দুল সামাদ। সেই গোলে পাকিস্তান প্রথমবার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে এবং বাংলাদেশ স্বপ্নভঙ্গের হতাশায় পুড়ছে। তবে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী এখনই হতাশ না হয়ে সামনের দিকে তাকানোর আহ্বান জানিয়েছেন।

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক মিক্সড জোনে দাঁড়িয়ে হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি গণমাধ্যমকে বলেন, 'শেষদিকে গোল খেয়ে আমরা আশাহত হয়েছি। শ্রাবণ যে ভুল করেছে তা না হলে ভালো হতো আরকি। এ ধরনের ম্যাচে এমন ভুল অপ্রত্যাশিত। যেহেতু হয়ে গেছে কিছু তো করার নেই। একটা ম্যাচ দিয়েই ফুটবলের যে ব্যর্থতা তা বিচার করা যায় না। আমরা আশাবাদী দল আস্তে আস্তে আগাবে। এটা নিয়ে এত হুড়োহুড়ির কিছু নেই। বাংলাদেশ শুরু থেকে চাপ নিয়ে খেলার কারণে ভুল করেছে বলেও দাবি প্রতিমন্ত্রীর, 'আমি মনে করি ম্যাচটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ছিল। তবে বাংলাদেশ দলের কাছে যে প্রত্যাশা ছিল, তারা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে যে ম্যাচটি খেলেছে, পাকিস্তানের বিপক্ষে সেই খেলাটা খেলতে পারেনি।

মনে হচ্ছিল তারা প্রেশারে ছিল। ফুটবলাররা শুরু থেকে "জিততেই হবে" এমন চাপ নিয়ে খেলেছে। ফলে তাদের পাস-প্রেসিং-আক্রমণে অনেক ঘাটতি ছিল। পাকিস্তান সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, শেষ মুহূর্তে সেটি পেয়েই কাজে লাগিয়েছে।

তবুও উভয় দল প্রায় সমান লড়াইয়ে থাকায় শেষ পর্যন্ত আশা টিকে ছিল।

আমিনুল হক আবারও শেষ মুহূর্তের ভুলের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'আমরা আশা করছিলাম যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গোল করার সুযোগ থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ছোট একটি ভুল করে ফেলেছি। সমস্যা নেই, আমরা পরবর্তী সময়ের জন্য প্রস্তুত হই। আশা করি সেখানে ভালো করব। বাংলাদেশের বিদায়ে আগামী ১৭ নভেম্বর সাফের ফাইনাল খেলবে ভারত ও পাকিস্তান। তবে ফাইনাল রং হারিয়েছে বলে মনে করেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী, 'ফাইনাল তার রং হারিয়েছে।

জুবিমেন্দিকে পেতে আগ্রহী নয় বায়ার্ন

স্পোর্টস ডেস্ক

আর্সেনালের স্প্যানিশ মিডফিল্ডার মার্টিন জুবিমেন্দিকে দলে ভেড়ানোর আগ্রহ নেই বায়ার্ন মিউনিখের। আগামী জানুয়ারির দলবদলে তাকে কেনার সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছে জার্মান ক্লাবটি। জার্মান সাংবাদিক ক্রিস্টিয়ান ফাল্কের বরাত দিয়ে এ খবর জানিয়েছে ফুটবল ৩৬৫। গত বছরের জুলাইয়ে রিয়াল সোসিয়েদাদ থেকে প্রায় ৬ কোটি পাউন্ডে জুবিমেন্দিকে দলে নেয় আর্সেনাল। প্রথম মৌসুমে দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫৭ ম্যাচ খেলে করেছেন ৬ গোল। তবে চলতি মৌসুমে মিকেল আরতেতার দলে নিয়মিত সুযোগ পাচ্ছেন না ২৭ বছর বয়সী এই মিডফিল্ডার। এ কারণে বায়ার্ন, চেলসি, রিয়াল মাদ্রিদ ও আতলেতিকো মাদ্রিদের সঙ্গে তার নাম জড়িয়েছে। তবে বায়ার্নের আগ্রহের খবর উড়িয়ে দিয়েছেন ফাল্ক। সিএফ বায়ার্ন ইনসাইডার-এ তিনি লিখেছেন, 'বায়ার্ন মিউনিখ জুবিমেন্দিকে দলে নেওয়ার কথা ভাবছে–এমন খবর সত্য নয়। শীতকালীন দলবদলে স্প্যানিশ এই মিডফিল্ডারকে দলে ভেড়াবে না বায়ার্ন। ফাল্কের মতে, আর্সেনালে যোগ দেওয়ার আগে জুবিমেন্দিকে নিয়ে বায়ার্নের আগ্রহ ছিল। তাকে পর্যবেক্ষণও করেছিল ক্লাবটি, এমনকি আলোচনা হয়েছিল। তবে এখন বায়ার্নের মাঝমাঠে নতুন খেলোয়াড়ের জায়গা নেই।



বিনোদন

সোনিয়া-ইন্দিরাকে নিয়ে পোস্ট, কঙ্গনার বিরুদ্ধে মামলা

বিনোদন ডেস্ক

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভারতের গান্ধী পরিবারকে নিয়ে বিতর্কিত পোস্ট করার অভিযোগে বলিউড অভিনেত্রী ও বিজেপির সংসদ সদস্য কঙ্গনা রানাউতের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশের শিমলার বয়লেগঞ্জ থানায় তার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগ, কঙ্গনার পোস্টে উসকানিমূলক বক্তব্য রয়েছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়াতে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করতে পারে। গত ১৩ নভেম্বর শিমলার বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন অতুল শর্মার অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআরটি করা হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯৬(১)(বি), ৩৫৩(২) ও ৩৫৬(২) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি আইনের প্রাসঙ্গিক ধারাও যুক্ত করা হয়েছে। শিমলার পুলিশ সুপার গৌরব সিং মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু হবে।

অভিযোগকারীর দাবি, গত ১০ নভেম্বর কঙ্গনার ব্যক্তিগত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্ট করা হয়। সেখানে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, তার দুই ছেলে সঞ্জয় গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর মৃত্যু নিয়ে উসকানিমূলক ইঙ্গিত করা হয়েছে। একই পোস্টে কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধীকে নিয়েও আপত্তিকর মন্তব্য করা হয়েছে বলে অভিযোগ।



অপু-বুবলী নন, কাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন শাকিব খান?

বিনোদন ডেস্ক

ঢালিউডের জনপ্রিয় নায়ক শাকিব খান। তার ব্যক্তিজীবন নিয়ে ভক্তদের আগ্রহের শেষ নেই। বিশেষ করে চিত্রনায়িকা অপু বিশ্বাস ও শবনম বুবলীর সঙ্গে তার সম্পর্ক নানা সময়ে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। তবে এই দুই তারকার বাইরেও শাকিবের জীবনে ছিল এক প্রেমের গল্প, যার পরিণতি হয়নি। একসময় সেই প্রেমিকাকেই বিয়ে করে সংসার পাতার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি।

সম্প্রতি চ্যানেল আইয়ের 'চাঁদ তারার গুঞ্জরন' অনুষ্ঠানে চিত্রনায়িকা পূর্ণিমার সঙ্গে আলাপচারিতায় নিজের অতীত প্রেমের কথা তুলে ধরেন শাকিব। কথায় কথায় উঠে আসে চলচ্চিত্রজগতের বাইরের এক তরুণীর প্রসঙ্গ। ঢাকার একটি প্রতিষ্ঠিত পরিবারের মেয়ে ছিলেন তিনি। পড়াশোনা করেছেন গুলশানের একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে। পূর্ণিমা জানান, শাকিবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মীদের অনেকেই তাদের সম্পর্কের কথা জানতেন। একপর্যায়ে শাকিবও স্বীকার করেন, সেই সম্পর্ক তার জীবনে বিশেষ গুরুত্ব বহন করত। মেয়েটিকে বিয়ে করার ইচ্ছাও ছিল তার। শাকিবের ভাষায়, 'মনে মনে আমি তাকেই বিয়ে করতে চেয়েছিলাম।'

সেই তরুণীর পরিবার ও ব্যক্তিত্বের প্রশংসাও করেন অভিনেতা। জানান, দুজনের মধ্যে গভীর ভালোবাসা ছিল। তবে নানা অভিমান ও পরিস্থিতির কারণে শেষ পর্যন্ত সম্পর্কটি টেকেনি। বিচ্ছেদের পর দুজনের জীবনই এগিয়েছে ভিন্ন পথে।

এত বছর পরও সেই সম্পর্কের স্মৃতি মনে পড়ে শাকিবের। পূর্ণিমা জানতে চাইলে তিনি স্বীকার করেন, মাঝেমধ্যে পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে। তবে এখন আর তাদের মধ্যে যোগাযোগ নেই। নতুন করে যোগাযোগ করার ইচ্ছাও নেই তার। চলার পথে কখনো কখনো সেই পরিবারের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া হয় বলেও জানান অভিনেতা।

সম্পর্ক ভাঙার কারণ নিয়ে শাকিবের ধারণা, ভালোবাসা বেশি থাকলে ছোটখাটো বিষয়েও অভিমান তৈরি হতে পারে। তাদের ক্ষেত্রেও হয়তো তেমনটাই হয়েছিল। বিচ্ছেদ নিয়ে এখনো তার মনে অনুশোচনা রয়েছে বলে জানান তিনি। ব্যক্তিজীবনে এমন অপ্রাপ্তির গল্প থাকলেও চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারে শাকিবের পথচলা দীর্ঘ সাফল্যের। ১৯৯৯ সালে 'অনন্ত ভালোবাসা' সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক হয় তার।

ভাইরাল ভিডিও নিয়ে যা বললেন কেয়া পায়েল

বিনোদন ডেস্ক

ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী কেয়া পায়েল। অভিনয় ক্যারিয়ারে চার শতাধিক নাটক ও টেলিফিল্মে কাজ করেছেন তিনি। 'এটা আমাদেরই গল্প' নাটকে 'মেহেরীন' চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের নজর কাড়েন এই অভিনেত্রী। কাজের ব্যস্ততার পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও প্রায়ই আলোচনায় আসেন তিনি। গত জুনে মালদ্বীপে এক যুবকের সঙ্গে ঘোরাঘুরি ও ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের কয়েকটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর শুরু হয় নানা গুঞ্জন। এত দিন বিষয়টি নিয়ে নীরব থাকলেও এবার মুখ খুলেছেন কেয়া পায়েল। সম্প্রতি একটি পডকাস্টে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন এই অভিনেত্রী। সেখানে মালদ্বীপ ভ্রমণ ও ভাইরাল হওয়া ভিডিও প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে কেয়া বলেন, 'আমি জানতাম এই প্রশ্নটি আমাকে করা হবে।

এরপর বিষয়টি ব্যাখ্যা করে অভিনেত্রী জানান, মালদ্বীপে তিনি গিয়েছিলেন একটি হোটেল ও রিসোর্টের প্রচারণার কাজে। রিসোর্টটির নাম 'টাইকন'। সেখানে তার সঙ্গে এক বন্ধু ও বন্ধুর স্ত্রীও ছিলেন। কেয়া পায়েল বলেন, 'আমি মালদ্বীপে গিয়েছিলাম একটি হোটেল ও রিসোর্টের প্রমোশনে। সেটির নাম হলো টাইকন। আমি সেখানেই ছিলাম। আমার সঙ্গে বন্ধু ও তার স্ত্রীও গিয়েছিলেন। সবারই ব্যক্তিগত জীবন থাকে। কাজের জায়গায় কাজ। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন আলাদা রাখাই ভালো। মানুষ এটি নিয়ে প্রশ্ন তুললে তখন ভালো লাগে না।

মালদ্বীপের ওই ঘটনা নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকে নিজেদের মতো করে গল্প তৈরি করেছেন বলেও মন্তব্য করেন কেয়া। তার ভাষায়, "আমি কাজ করি দর্শকের জন্য, তারা যখন আমার কাজের প্রশংসা করেন তখন খুব ভালো লাগে। তবে ওই ঘটনায় দেখেছি অনেকেই ইচ্ছেমতো গল্প তৈরি করেছেন।

এদিকে কেয়া পায়েলের প্রেম ও বিয়ে নিয়েও বিভিন্ন সময় আলোচনা হয়েছে। এর আগে আরেকটি পডকাস্টে নিজের প্রেম ও বিয়ের ভাবনা নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছিলেন তিনি। বিয়েকে জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হিসেবে উল্লেখ করে অভিনেত্রী বলেছিলেন, 'বিয়ে মানে, আমি সারাজীবন একজন মানুষের সঙ্গে থাকব, যে মানুষটার সঙ্গে বুড়ো হবো। সেই মানুষটা আমার জীবনের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমার মা-বাবা, ভাই-বোনের মতোই আমার জীবনে তার একই অবস্থান।

জীবনসঙ্গীকে নিয়ে কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠলে তা প্রকাশ করতে আপত্তি থাকবে না বলেও জানিয়েছিলেন কেয়া। তিনি বলেন, 'আমার বর, আমার জীবনসঙ্গী, আমার আত্মা- সে মানুষটা যদি আমার জীবনে থাকে, তাহলে আমি সেটা ঢাকঢোল পিটিয়ে সবাইকে জানাব। আমি এই বিষয় কেন জানাব না? সে তো হবে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অংশ। আমি কেন এটা গোপন রাখব? কোনো দিন আমি এটা গোপন রাখব না।





যেভাবে চলচ্চিত্রে এসেছিলেন রাজীব

বিনোদন রিপোর্ট

গম্ভীর ঝাঁজালো কণ্ঠ, রহস্যভরা চোখের চাহনি, বৈচিত্র্যময় অভিব্যক্তি যেমন দর্শককে দিত টানটান উত্তেজনা, তেমনি করতো আতঙ্কিত। বলছি ঢাকাই সিনেমার বর্ষীয়ান অভিনেতা রাজীবের কথা। যার আসল নাম ওয়াসীমুল বারী রাজীব। ২০০৪ সালের (১৪ নভেম্বর) আজকের এই দিনে ৫২ বছর বয়সে ক্যানসারে মারা তিনি। ১ জানুয়ারি ১৯৫২ সালে পটুয়াখালীর দুমকী উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুর দুই দশকের বেশি সময় পরও বাংলা সিনেমাপ্রেমীদের কাছে প্রিয় অভিনেতা হয়ে আছেন তিনি। এখনও দর্শক টেলিভিশন কিংবা ইউটিউবে তার সিনেমা দেখেন।

চলচ্চিত্রের নূতন প্রজন্ম তাকে আইডল ভাবেন। অভিনয়ে আসার আগে একজন চাকরিজীবী ছিলেন রাজীব। তবে পরবর্তী সময়ে অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসা থেকে সেই চাকরি ছেড়ে দেন। মৃত্যুর আগে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে অভিনেতা নিজেই এটি বলেছেন। তার ভাষ্য, আমি তিতাসে চাকরি করা অবস্থায় আমার বস (সিরাজুল মুজিব মামুন) একদিন আমাকে নাটক করার প্রস্তাব দেন।

সেতুর অপেক্ষায় দুই পাড়ের লাখো মানুষ

এগোচ্ছে না নির্মাণকাজ

নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনার তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে ২৬ শতাংশের বেশি কাজ। ফলে বাকি ৬৬ শতাংশ কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করা নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা।

ময়মনসিংহ ও শেরপুর অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার এই সেতু চালু হলে বদলে যাওয়ার কথা চরাঞ্চলের যোগাযোগব্যবস্থা, কৃষিপণ্য পরিবহন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের চিত্র। কিন্তু নির্মাণকাজের ধীরগতিতে সেই অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

সেতুটি ঘিরে সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা চরাঞ্চলের মানুষের। ব্রহ্মপুত্রের দুই পাড়ের যোগাযোগব্যবস্থা সহজ হলে কৃষিপণ্য পরিবহন থেকে শুরু করে শিক্ষা, চিকিৎসা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।



বিশেষ প্রতিবেদক

ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর ৩৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন কিসমত সেতুর কাজ শেষ হওয়ার কথা ২০২৭ সালের ডিসেম্বরে। কিন্তু প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বাড়ানোর পরও নির্মাণকাজের অগ্রগতি মাত্র ৩৪ শতাংশ। নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনার তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে ২৬ শতাংশের বেশি কাজ। ফলে বাকি ৬৬ শতাংশ কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করা নিয়ে তৈরি হয়েছে শঙ্কা।

ময়মনসিংহ ও শেরপুর অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার এই সেতু চালু হলে বদলে যাওয়ার কথা চরাঞ্চলের যোগাযোগব্যবস্থা, কৃষিপণ্য পরিবহন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের চিত্র। কিন্তু নির্মাণকাজের ধীরগতিতে সেই অপেক্ষা আরও দীর্ঘ হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, প্রকল্পের শুরুতে ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতায় দীর্ঘ সময় কাজ আটকে ছিল। জমির মালিকদের সঙ্গে বিরোধ ও অধিগ্রহণের অর্থ পরিশোধ নিয়ে অনিশ্চয়তায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুতি নিয়েও নির্মাণকাজ শুরু করতে পারেনি। পরে সেই জটিলতা কাটিয়ে কাজ শুরু হলেও প্রত্যাশিত গতি আসেনি।

মেয়াদ বাড়ানোর পরও পরিকল্পিত অগ্রগতির তুলনায় প্রকল্পটি পিছিয়ে রয়েছে প্রায় ২৬ শতাংশ। ফলে শুরুতে ভূমি অধিগ্রহণের বিলম্বের পাশাপাশি এখন নির্মাণকাজের গতি, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও বাস্তবায়ন তদারকি নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের কিসমত এলাকায় ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর নির্মাণ করা হচ্ছে সেতুটি। স্থানীয়ভাবে এটি কিসমত সেতু বা কিসমত ব্রিজ নামে পরিচিত। প্রকল্পের সড়ক সংযোগের এক প্রান্ত রহমতপুর পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় কোথাও কোথাও এটি রহমতপুর সেতু হিসেবেও পরিচিতি পেয়েছে। শেরপুরের কানাশাখোলা থেকে ভিমগঞ্জ, নারায়ণখোলা, রামভদ্রপুর ও পোরাগাঁও হয়ে ময়মনসিংহের রহমতপুর পর্যন্ত জেলা মহাসড়কের অংশ হিসেবে নির্মিত হচ্ছে সেতুটি।

প্রকল্পের সরকারি তথ্যফলক অনুযায়ী, সেতুটির মোট দৈর্ঘ্য ১ হাজার ৪৭১ দশমিক ৬৬৫ মিটার। এতে রয়েছে ২৩টি ৪৮ দশমিক ৭৮ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার স্প্যান এবং তিনটি ১১০ মিটার দীর্ঘ স্টিল নেটওয়ার্ক আর্চ স্প্যান। কংক্রিটের গার্ডারের পাশাপাশি বিশেষ নকশার স্টিলের খিলান কাঠামো ব্যবহার করে নির্মাণ করা হচ্ছে সেতুটি। ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড, হাসান টেকনো বিল্ডার্স লিমিটেড ও মাসুদ হাই-টেক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৩৫৮ কোটি টাকা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো নির্মাণকাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করে। জনবল, কারিগরি সরঞ্জাম ও ভারী যন্ত্রপাতিও প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। কিন্তু জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন না হওয়ায় কাজ শুরু করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে সেতুর দক্ষিণ পাশের জমি নিয়ে জটিলতা তৈরি হলে জমির মালিকরা অধিগ্রহণের টাকা বুঝে পাওয়ার আগে নির্মাণকাজ করতে দিতে চাননি। ফলে দীর্ঘ সময় প্রকল্পের কার্যক্রম কার্যত আটকে থাকে।

পরে ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতা কাটিয়ে নির্মাণকাজ শুরু হয়। প্রাথমিক বিলম্বের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বাড়ানো হয়। তবে মেয়াদ বাড়ানোর সঙ্গে প্রকল্পের ব্যয় বাড়েনি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

কিন্তু অতিরিক্ত সময় পাওয়ার পরও কাজের অগ্রগতি পরিকল্পনা অনুযায়ী বাড়েনি। নির্ধারিত কর্মপরিকল্পনায় যেখানে ৬০ শতাংশের বেশি কাজ শেষ হওয়ার কথা, সেখানে বাস্তব অগ্রগতি মাত্র ৩৪ শতাংশ। অর্থাৎ পরিকল্পিত অগ্রগতির তুলনায় প্রকল্পটি পিছিয়ে রয়েছে প্রায় ২৬ শতাংশ। ফলে ভূমি অধিগ্রহণের জটিলতা কাটার পর নির্মাণকাজের গতি, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, নির্মাণসামগ্রীর সরবরাহ এবং বাস্তবায়ন তদারকির বিষয়গুলোও সামনে এসেছে।

নভেম্বর ২০২৬-এর শুরুতে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৩৪ শতাংশ। অর্থাৎ সেতুর নির্মাণকাজের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এখনো বাকি। অন্যদিকে সড়ক বিভাগ ২০২৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। সে হিসাবে বাকি প্রায় ১৩ মাসে প্রকল্পের ৬৬ শতাংশ কাজ শেষ করতে হবে।

সড়ক বিভাগ জানিয়েছে, ইতোমধ্যে দুটি স্প্যানের স্ল্যাব ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। নভেম্বরের মধ্যে আরও দুটি থেকে তিনটি স্প্যানের স্ল্যাব ঢালাইয়ের পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে দিন-রাত কাজ চলছে বলেও দাবি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের। তবে কয়েকটি স্প্যানের স্ল্যাব ঢালাইয়ের অগ্রগতির পাশাপাশি স্টিল নেটওয়ার্ক আর্চ স্থাপন, সংযোগ সড়ক, অন্যান্য আনুষঙ্গিক অবকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি পরীক্ষা কত দ্রুত শেষ করা সম্ভব হবে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ।

সেতুটি ঘিরে সবচেয়ে বেশি প্রত্যাশা চরাঞ্চলের মানুষের। ব্রহ্মপুত্রের দুই পাড়ের যোগাযোগব্যবস্থা সহজ হলে কৃষিপণ্য পরিবহন থেকে শুরু করে শিক্ষা, চিকিৎসা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় হোটেলকর্মী মনসুর আলী বলেন, সেতুটি নির্মাণ হলে এলাকার মানুষের জীবনযাত্রায় অনেক পরিবর্তন আসবে। এখন নদী পারাপার ও ময়মনসিংহ শহরে যাতায়াতে সময় ও ভোগান্তি পোহাতে হয়। মালামাল পরিবহনেও বাড়তি খরচ হয়। সেতু চালু হলে সাধারণ মানুষের যাতায়াত সহজ হবে, ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হতে পারে। তবে কাজের যে অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে, তাতে নির্ধারিত সময়ে সেতু চালু হবে কি না, তা নিয়ে শঙ্কা রয়েছে।

চাল ব্যবসায়ী আলাল উদ্দিন বলেন, যোগাযোগব্যবস্থা ভালো না হলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয় না। চালসহ বিভিন্ন পণ্য আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রে পরিবহন খরচ ও সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ। সেতু হলে নদীর দুই পাড়ের মানুষের ব্যবসায়িক যোগাযোগ বাড়বে। সহজে পণ্য পরিবহন করা যাবে, নতুন ব্যবসার সুযোগও তৈরি হবে। এত বড় প্রকল্পের কাজ এখনো এক-তৃতীয়াংশের মতো হওয়ায় আমরা চিন্তিত। দ্রুত কাজ শেষ করে সেতুটি চালু করা হোক।

কৃষিজমি কেটে মাছের ঘের তৈরি, যুবদল নেতাসহ ৪ জনের কারাদণ্ড

শরীয়তপুর প্রতিনিধি

শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জে অবৈধভাবে কৃষিজমি কেটে মাছের ঘের তৈরির দায়ে যুবদল নেতা রোকন সরদারসহ চারজনকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল সকালে উপজেলা প্রশাসন এ তথ্য নিশ্চিত করে। এর আগে, শনিবার (১৪ নভেম্বর) রাতে উপজেলার ছয়গাঁও ইউনিয়নের পাটনিগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত রোকন সরদার শরীয়তপুর সদর উপজেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক। তিনি সদর উপজেলার পাটানিগাঁও এলাকার মৃত নুর মোহাম্মদ সরদারের ছেলে। অন্য দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- ভেদরগঞ্জের ছয়গাঁও গ্রামের রব সরদারের ছেলে তাজেল সরদার, ফ্রান্সেগাঁও এলাকার আব্দুর রশিদের ছেলে রুহুল আমিন এবং নীলফামারীর ডিমলা উপজেলার বাইশপুকুর গ্রামের আমিনুল ইসলামের ছেলে রহিম বাদশা।

তাদের মধ্যে রোকন সরদার ও তাজেল সরদারকে তিন মাস করে এবং রুহুল আমিন ও রহিম বাদশাকে এক মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বেশ কিছুদিন ধরে পাটনিগাঁও এলাকায় কৃষিজমি কেটে মাছের ঘের তৈরি করছিলেন রোকন সরদারসহ কয়েকজন। খবর পেয়ে শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবুবকর সিদ্দিকের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। এ সময় রোকন সরদারসহ চারজনকে আটক করা হয়। পরে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০-এর বিভিন্ন ধারায় ভ্রাম্যমাণ আদালত তাদের কারাদণ্ড দেন। এর আগেও কৃষিজমির মাটি কাটার দায়ে রোকন সরদারকে কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হয়েছিল।



টেকনাফে এক জালে ধরা পড়ল ১০ লাখ টাকার লাল কোরাল ও সুরমা

কক্সবাজার প্রতিনিধি

কক্সবাজারের টেকনাফের সেন্ট মার্টিনের কাছে বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার একটি ট্রলারের জালে ৪৬০টি লাল কোরাল ও ৪০০টি চাপা সুরমা মাছ ধরা পড়েছে। এর মধ্যে ১৫টি লাল কোরাল ও ২০টি চাপা সুরমা জেলেদের জন্য রেখে বাকি মাছগুলো ১০ লাখ টাকায় বিক্রি করেছেন ট্রলারের মালিক। গতকাল রোববার সকালে টেকনাফের শাহপরীর দ্বীপের একটি ট্রলারের জালে মাছগুলো ধরা পড়ে। ট্রলারের মালিক শাহপরীর দ্বীপের মিস্ত্রিপাড়ার বাসিন্দা মোহাম্মদ শফিক (৪০)। তিনি জানান, গতকাল দুপুরে মাছগুলো তিনি মিস্ত্রিপাড়া ফিশারিঘাটে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করেছেন। মাছগুলো কিনতে ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। সন্ধ্যায় মাছগুলো ট্রাকে ভরে কক্সবাজার শহর, ঢাকা ও চট্টগ্রামে সরবরাহ করা হয়।

ট্রলারের মালিক মোহাম্মদ শফিক বলেন, জালে ধরা পড়া ৪৬০টি লাল কোরালের ওজন প্রায় ১ হাজার ২০০ কেজি। আর ৪০০টি চাপা সুরমার ওজন প্রায় ৪৪০ কেজি। লাল কোরালগুলোর প্রতিটির ওজন ছিল এক থেকে পাঁচ কেজি এবং চাপা সুরমার ওজন এক থেকে দেড় কেজি। জেলেদের জন্য ১৫টি লাল কোরাল ও ২০টি চাপা সুরমা রেখে দেওয়া হয়। বাকি ৮২৫টি মাছ বিক্রি করা হয়েছে।

ট্রলারের জেলেরা জানান, প্রথমে মাছগুলোর দাম ১২ লাখ টাকা হাঁকা হয়েছিল। পরে স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ী মোহাম্মদ লালু ১০ লাখ টাকায় সেগুলো কিনে নেন। এর মধ্যে লাল কোরালগুলো ৭ লাখ ৮০ হাজার টাকা এবং চাপা সুরমাগুলো ২ লাখ ২০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়।

ট্রলারের মাঝি হাফেজ উল্লাহ জানান, গত শুক্রবার রাত ৯টার দিকে শাহপরীর দ্বীপের দক্ষিণ পাড়া ঘাট থেকে ১১ জন মাঝিমাল্লা নিয়ে ট্রলারটি সাগরে রওনা দেয়। গভীর রাতে সেন্ট মার্টিন দ্বীপের উত্তর পাশে বঙ্গোপসাগরে জাল ফেলেন। গতকাল সকাল ছয়টার দিকে জাল তুলতে গিয়ে বিপুল পরিমাণ লাল কোরাল ও চাপা সুরমা মাছ দেখতে পান। পরে মাছগুলো নিয়ে দুপুরে শাহপরীর দ্বীপ ঘাটে ফেরেন।

মাছ ব্যবসায়ী মোহাম্মদ লালু বলেন, পর্যটন মৌসুম শুরু হওয়ায় লাল কোরাল ও চাপা সুরমার চাহিদা বেড়েছে। কক্সবাজার শহরের হোটেলগুলো ছাড়াও চট্টগ্রাম ও ঢাকার বাজারে এসব মাছের ভালো চাহিদা রয়েছে। গতকাল রাতেই মাছগুলোর একাংশ কক্সবাজারে এবং বাকি অংশ ঢাকা ও চট্টগ্রাম পাঠানো হয়েছে।

হারিয়েছে

আমি সুমাইয়া আভার বৃষ্টি (২৪), পিতা: জাহেদ ইকবাল মোহন, মাতা: মাজেদা বেগম, জাতীয় পরিচয় পত্র নং: ৮২৬১০৩১৪৮১ ঠিকানা (স্থায়ী) -৩৬, গ্রাম গুপ্তিপুর, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড উত্তরদা, থানা লাকসাম, জেলা কুমিল্লা ও ঠিকানা (বর্তমান)-স, গ্রাম- কান্দিরপাড়, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড- ০৬নং উত্তরদা ইউনিয়ন, থানা- লাকসাম, জেলা- কুমিল্লা, মোবাইল নং -০১৬৮-৩১০৫৮১৬। এই মর্মে জানাচ্ছি যে, গত রোজ মঙ্গলবার, ৩ নভেম্বর ২০২৬ খ্রিঃ রাত ০৩:৩০ ঘটিকার সময় হতে গত রোজ রবিবার, ৮ নভেম্বর ২০২৬ খ্রিঃ ভোর ০৫:৩০ ঘটিকার সময়ের মধ্যে লাকসাম থানাধীন ০৬নং উত্তরদা ইউনিয়ন ইউনিয়ন/ওয়ার্ড এর কান্দিরপাড় এলাকা থেকে আমার এসএসসি পরিক্ষার সার্টিফিকেট হারিয়ে গিয়েছে। যার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ১৬১২৪১৬৫১, শিক্ষাবর্ষ ২০১৭-১৮ ইং, পাশের সন-২০১৯ ইং এ বিষয়ে লাকসাম থানায় **জি.ডি নং- ৬২০**, তারিখ-১১/১১/২০২৬ ইং রুজু করা হয়েছে।

সুমাইয়া আভার বৃষ্টি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা বগুড়ার বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত
ও আমলী আদালত সদর থানা, বগুড়া

প্রসেস নং- **তারিখঃ**

যেহেতু নিম্ন তফসিলে উল্লেখিত আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী রহিয়াছে এবং যেহেতু ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির ৮৭ এবং ৮৮ ধারার বিধান মোতাবেক উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হইয়াছে এবং যেহেতু অত্র আদালতের বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে যে, অত্র আদালতের বিচারার্থে উক্ত আসামী গ্রেফতার এড়াইবার জন্য পলাতক রহিয়াছে বা আত্মগোপন করিয়াছেন এবং যেহেতু উক্ত আসামীকে শীঘ্রই গ্রেফতার করিবার সম্ভাবনা নাই। এক্ষুণে যেহেতু উক্ত কার্যবিধির ৩৩৯বি(১) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উক্ত আসামীকে নিম্ন তফসিলে তাহার নামের পার্শ্বে বর্ণিত মামলার বিচারের জন্য অত্র আদেশ জারী হইবার ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর আদালতে হাজির হইবার নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। অন্যথায় তাহার অনুপস্থিতিতেই বিচারকার্য সমাধান করা হইবে।

তফসিল

ক্রঃনং	আসামীর নাম ও ঠিকানা	মামলা নং ও ধারা	আদালতের নাম
১।	**শ্রী বিমল চন্দ্র , পিতা-শরৎ চন্দ্র, সাং- বাঁশিলা, পোষ্টঃ পাটুল-৬৪০০, থানা-নলডাঙ্গা, জেলা-নাটোর । মোবাঃ ০১৭৩৭-৭৭৬২৬৫।**	মামলা নং-৩১৯২সি/২০২৪ (সদর) ধারাঃ *The Negotiable Instrument Act 1881এর ১৩৮ ধারা।* ধার্য্য তারিখ-১৮/১১/২৬ইং	জেলা বগুড়ার বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত আমলী আদালত সদর থানা, বগুড়া

বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
আমলী আদালত সদর থানা,বগুড়া।

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩০ ধারা মোতাবেক
ডিক্রিজারী কেন হইবে না তাহার কারণ দর্শানোর নোটিশ
জজ ও অর্থঋণ আদালত নং- ৩, ঢাকা। অর্থজারী মোকদ্দমা নং-১৪৯৭/২০২৬

CITY BANK PLC, Palmal Tower (Level 11), Plot # 55, Gulshan 1, Avenue Road, Police Station- Gulshan, Dhaka-1212. .....ডিক্রিদার

-বনাম-

MR. MD. ASHRAFUL-ALAM, Son of Mr. Md. Nesar Uddin Howlader, Director (Dept-Audiovisual) of Papyrus Communications Ltd., NID: 2691648053018, Of- "Ashor" House-72 (Level-4 & 5), Road-03, Block-B, Niketan, Gulshan-01, Dhaka-1212 AND Of- Flat-2B/A, House-408 (2nd Floor), Road-6, Avenue-3, Mirpur DOHS, Mirpur, Dhaka-1216 AND Of-Avenue: 1/7, Block-D, Section-02, Mirpur, Dhaka-1216 AND Of-House-262/1 (3rd Floor Right Side), Road-10/A New 19 Old, West Dhanmondi, Jigatola, Dhanmondi, Dhaka. Contact No: 01635-664819 & 01313713206.(Borrower) .....দায়িক

এতদ্বারা উপরে বর্ণিত আপনি/আপনারা দায়িকগনকে জানানো যাইতেছে যে, বাদী/ডিক্রিদার ব্যাংক অত্র আদালতের অর্থঋণ ১৬৬৬/২০২৫ নং মোকদ্দমায় ডিক্রীকৃত টাকা আদায়ের নিমিত্তে অত্র আদালতে অর্থজারী ১৪৯৭/২০২৬ নং মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। ডিক্রীদার পক্ষ আপনাদের নিকট পাওনা বিগত ৩১/০৮/২০২৬ ইং তারিখ পর্যন্ত **৩,২৮,৩২০.৪৯/- (তিন লক্ষ আটাশ হাজার তিনশত বিশ দশমিক চার নয়) টাকা মাত্র** এবং মোকদ্দমার খরচ ও মোকদ্দমার পরবর্তী সুদ আদায়ের জন্য উল্লেখিত মোকদ্দমা অত্র আদালতে দায়ের করেছেন।

আপনি/আপনাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত উপরোক্ত মোকদ্দমায় ধার্য্য **আগামী ১৭/১১/২০২৬ ইং** তারিখ আপনি সকাল ৯.০০ ঘটিকার মধ্যে আপনি/আপনারা স্বয়ং বা নিয়োজিত আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে উপস্থিত হইয়া প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। অন্যথায় আপনি/আপনাদের অনুপস্থিতিতেই অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর বিধান অনুযায়ী উপরোক্ত মামলাটি নিষ্পত্তি হইবে।

আদালতের আদেশক্রমে- সেরেস্তাদার, অর্থঋণ আদালত নং-৩, ঢাকা।

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৭(১) ধারা মোতাবেক
বিবাদীর প্রতি পত্রিকার মাধ্যমে সমন/নোটিশ
জজ ও অর্থঋণ আদালত নং- ৭, ঢাকা। অর্থঋণ মোকদ্দমা নং- ৫৯০/২০২৬

PRIME BANK PLC., (Formerly known as PRIME BANK LTD.) Branch: Retail Banking Division, Address of Head office:Prime View, Plot-SE(F), Bir Uttam Mir Shawkat Sharak, Gulshan Avenue, Gulshan, Dhaka-1212. Authorized Officer: Ms Israt Jahan, Daughter of Md. Khosru Mahmud, Designation: Senior Executive Officer, Age about 38 years Legal Division, Prime Bank PLC., Head Office, Plot No. 35 & 08, Nikunja C/A, Khilkhet, Dhaka. Employee ID: 2011080101. .....PLAINTIFF

-Versus-

1. **MR. RAFIQUL ISLAM (RAFI),** Son of Md. Eddrish Ali, OF House- 20/1/C, Golapbag, P.O. Wari, Jatrabari, Dhaka- 1203. Cell No. 01760-561600.(Borrower)
2. **MRS. LUCKYA ISLAM,** Wife of Rafigul Islam (Rafi), Proprietor of "LUCKY TRADERS", Of House- 20/1/A, Brammanchiran, Golapbag, P.O- Wari- 1203, Jatrabari, Dhaka. Cell No. 01736-671343.(Personal Guarantor)
3. **MR. MD. ZOMIR UDDIN,** Son of Mofizuddin, OF House- 6/C, Brammanchiran, Golapbag, P.O- Wari- 1203, Jatrabari, Dhaka. Cell No. 01916-766606.(Personal Guarantor) .....DEFENDANTS.

এতদ্বারা আপনি/আপনাদের জানানো যাইতেছে যে, আপনারা বাদী প্রাইম ব্যাংক পিএলসি থেকে ঋণ গ্রহণ করিয়া সময়মত ব্যাংকের টাকা পরিশোধ না করিয়া কৌশলে/আড়ালে থাকিয়া ব্যাংকের পাওনা টাকা আদায়ের কার্যক্রম বিলম্ব করিতেছেন। তাই আপনি/আপনাদেরকে অবগত করানো যাইতেছে যে, বাদী প্রাইম ব্যাংক পিএলসি আপনার/আপনাদের নিকট বিগত ১৭/০৯/২০২৬ ইং তারিখ পর্যন্ত পাওনা **৯,০১,৪০৭.২২/-(নয় লক্ষ এক হাজার চারশত সাত দশমিক দুই দুই)** টাকা, মোকদ্দমার খরচ ও মোকদ্দমার পরবর্তী সুদ/মুনাফা আদায়ের জন্য উল্লেখিত মোকদ্দমা অত্র আদালতে দায়ের করেছেন। আপনি/আপনাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত উপরোক্ত মোকদ্দমা সম্পর্কে আপনি/আপনাদের কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তা **আগামী ১৮/১১/২০২৬ ইং** তারিখের মধ্যে আপনি/আপনারা স্বয়ং বা নিয়োজিত আইনজীবীর মাধ্যমে সকাল ৯.০০ ঘটিকার মধ্যে ঢাকার অর্থঋন আদালত নং-০৭ এ উপস্থিত হইয়া লিখিত আকারে দাখিল করিবেন। অন্যথায় আপনি/আপনাদের অনুপস্থিতিতেই অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর বিধি/বিধান অনুযায়ী উপরোক্ত মামলাটি নিষ্পত্তি হইবে।

আদালতের আদেশক্রমে- সেরেস্তাদার, অর্থঋণ আদালত নং-৭, ঢাকা।

অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩০ ধারা মোতাবেক
ডিক্রিজারী কেন হইবে না তাহার কারণ দর্শানোর নোটিশ
জজ ও অর্থঋণ আদালত নং- ৩, ঢাকা। অর্থজারী মোকদ্দমা নং-১৪৯৫/২০২৬

CITY BANK PLC, Palmal Tower (Level 11), Plot # 55, Gulshan 1, Avenue Road, Police Station- Gulshan, Dhaka-1212. .....ডিক্রিদার

-বনাম-

1. **MR. MD. RAFIUL HUDA,** Son of Mr. Md. Nabi Nazmul Reza & Mst. Jahanara Begum. Assistant Officer of IFIC BANK PLC Of- Lalpur- Nafore, Uposhakha, dewan Market, Lalpur, Natore-6421. AND Of- C/O: Abdus Sattar, Uattar Lalpur, Lalpur, Natore-6421. Cell: 01748731732. AND Of- Village: Banail, P.O: Shibganj-5810, Bogura.
2. **MR. MD. MOKLESUR RAHMAN,** Son of Mr. Md. Ached Ali Mondol & Mst. Monowara Khatun. Officer of IFIC BANK PLC Of- C/O: Abdus Sattar, Uattar Lalpur, Lalpur, Natore-6421. AND Of- Home: Mondol Para, Village: Narayanour, P.O: Nazirganj-6661, Sujanagar, Pabna. Cell: 01728926774. .....দায়িকগন

এতদ্বারা উপরে বর্ণিত আপনি/আপনারা দায়িকগনকে জানানো যাইতেছে যে, বাদী/ডিক্রিদার ব্যাংক অত্র আদালতের অর্থঋণ ৯৪৯/২০২৫ নং মোকদ্দমায় ডিক্রীকৃত টাকা আদায়ের নিমিত্তে অত্র আদালতে অর্থজারী ১৪৯৫/২০২৬ নং মোকদ্দমা দায়ের করেছেন। ডিক্রীদার পক্ষ আপনাদের নিকট পাওনা বিগত ২৫/০৭/২০২৬ ইং তারিখ পর্যন্ত **৬,৮০,৯৪৬.৭১/- (ছয় লক্ষ আশি হাজার নয়শত ছেচল্লিশ দশমিক সাত এক) টাকা মাত্র** এবং মোকদ্দমার খরচ ও মোকদ্দমার পরবর্তী সুদ আদায়ের জন্য উল্লেখিত মোকদ্দমা অত্র আদালতে দায়ের করেছেন।

আপনি/আপনাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত উপরোক্ত মোকদ্দমায় ধার্য্য **আগামী ১৭/১১/২০২৬ ইং** তারিখ আপনি সকাল ৯.০০ ঘটিকার মধ্যে আপনি/আপনারা স্বয়ং বা নিয়োজিত আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে উপস্থিত হইয়া প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। অন্যথায় আপনি/আপনাদের অনুপস্থিতিতেই অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর বিধান অনুযায়ী উপরোক্ত মামলাটি নিষ্পত্তি হইবে।

আদালতের আদেশক্রমে- সেরেস্তাদার, অর্থঋণ আদালত নং-৩, ঢাকা।

লিগ্যাল নোটিশ

(রেজিঃ/এডি সহ)

নোটিশ প্রেরকঃ গ্রীন ট্রাস্ট কর্পোরেশন (প্রাঃ) লিঃ, এর পক্ষে- মোঃ মেহেদী হাসান, হিসাব রক্ষক, গ্রীন ট্রাস্ট কর্পোরেশন (প্রাঃ) লিঃ, পিতা- মোহাম্মাদ আলী, গ্রাম- মন্ডলধরন, ডাক- জোড়গাছা হাট, থানা ও জেলা- বগুড়া। অফিসঃ গ্রীন ট্রাস্ট কর্পোরেশন (প্রাঃ) লিঃ, মাটিডালী বেইলী ব্রীজ সংলগ্ন, বগুড়া সদর, বগুড়া, মোবাইলঃ ০১৩২২-৯২৭৩৮৯।

পক্ষে-

মোঃ দলিলুর রহমান
এ্যাডভোকেট, জজকোর্ট, বগুড়া।

.....নোটিশ দাতা।

প্রাপকঃ মেসার্স শাহ ওমর মটরস্ এ্যান্ড ব্যাটারী হাউস, চিরিংগা, চকরিয়া, কক্সবাজার, প্রোপ্রাইটরঃ মোঃ শাহজাহান, পিতা- আহম্মদ মিয়া, গ্রাম- নিজপানখালী, ডাকঘর- চিরিংগা-৪৭৪১, থানা- চকরিয়া, চকরিয়া পৌরসভা, জেলা- কক্সবাজার। মোবাইলঃ ০১৮১৯-৮৫৭০৫২।

.....নোটিশ গ্রহিতা।

বিষয়ঃ সিটি ব্যাংক, 225154678, Payable at any branch in Bangladesh আপনার প্রদত্ত চেক নং- $\frac{CB}{CD}$1463479, হিসাব নং- 1504456370001, তারিখ- ১৩/১০/২০২৬, ইহাতে টাকার পরিমান- ৭,৫০,০০০/- (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, বিগত ইং ১৪/১০/২০২৬ তারিখে ডিজঅনার হওয়াতে আইনগত নোটিশ প্রদান প্রসঙ্গে।

যেহেতু,

নোটিশ দাতা প্রতিষ্ঠানের নিযুক্তীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত আইনজীবী আমি নোটিশ দাতা হই। আপনি নোটিশ গ্রহিতা/প্রাপক "গ্রীন ট্রাস্ট কর্পোরেশন (প্রাঃ) লিঃ" এর মালিকানাধীন থ্রি হুইলার ইলেকট্রিক অটোরিক্সা ক্রয়ের জন্য আবেদন করিলে আপনাকে কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে আপনি নোটিশ গ্রহিতাকে থ্রি হুইলার ইলেক্ট্রিক অটোরিক্সা প্রদান করা হয়। কিন্তু আপনি ঋণ গ্রহিতা নোটিশ প্রেরকের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করেন নাই।

**"গ্রীন ট্রাস্ট কর্পোরেশন (প্রাঃ) লিঃ" কর্তৃপক্ষ আপনি নোটিশ গ্রহিতাকে তলব তাগাদা দেওয়ার পর আপনি নোটিশ গ্রহিতা বিগত ইং ১৩/১০/২০২৬ তারিখে আপনি নোটিশ প্রেরকের প্রধান কার্যালয়ে এসে আপনার হিসাব নং- 1504456370001, সিটি ব্যাংক, 225154678, Payable at any branch in Bangladesh এর আপনার প্রদত্ত চেক নং- $\frac{CB}{CD}$1463479, ইহাতে টাকার পরিমান- ৭,৫০,০০০/- (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা, তারিখ- ১৩/১০/২০২৬ ইং উল্লেখে ইহাতে আপনার নাম স্বাক্ষর প্রদান করিলে সংশ্লিষ